আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র
A Pointer : Integrated Syllabus –A suicidal step to ruin Ayurveda

আয়ুর্বেদ-ভারতী

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture.

Unstinted support for the Scientific value of Ayurveda

Dr. Rajendra Prasad, First President of India said :

"It is unscientific to say that the system of Ayurvedic Medicine is unscientific and should be discarded. In olden times when there was no Allopath, Vaids and Hakims diagnosed cases correctly and cured diseases. They had vast and accurate knowledge of the systems they practised."

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য
আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়
৫২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা- ২·০০ ২৮শ বর্ষ—বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৯৩ বার্ষিক মূল্য—৮৲ টাকা মাত্র

আয়ুর্বেদ ভারতী – সূচীপত্র, বৈশাখ সংখ্যা ১৩৯৩

১।	ভাগীরথী বক্ষে (কবিতা)	শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	১
২।	সম্পাদকীয় : আয়ুর্বেদের রোগনির্ণয়-বিজ্ঞান	" "	২
৩।	বিশ্ব-সংস্থার উদ্যোগে ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত [illegible] সভা কার্যালয়ের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ	কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনশর্মা	৫
৪।	স্মৃতিশক্তি	কবিরাজ শ্রীযজ্ঞেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত	৯
৫।	রসশাস্ত্রের ষটচক্র সাধনা ও লীলা রহস্য আয়ুর্বেদার্ক	শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	১১
৬।	Ayurveda and its Alchemy— Their Role in Modern Times—	Kaviraj Japesh Ch. DasGuptan	১৪
৭।	চিকিৎসায় পথ্যাপথ্যের গুরুত্ব	কবিরাজ শ্রীপ্রভাত কুমার চক্রবর্তী	১৬

Strong Disapproval of the Mixed Course of Ayurveda— A Dangerous Weapon to destroy Ayurveda

Shree Morarji Desai, former Prime Minister of India said :

"When I find Ayurvedic practitioners using injections and taking recourse to modern methods of diagnosis through X-Ray and through blood examination, through other examinations and say, this is modern method of making Ayurveda better, I feel very unhappy abou it. I cannot use a stronger word. It is they who are real enemies of Ayurveda"

[*Quoted from Shree Desai's inaugural address to a Conference of Indian system of Medicine on June 25, 1977 in New Delhi*]

P272.11

সহায়ক গ্রন্থে পাণ্ডুলিপি

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক	বৈশাখ, ১৩৯৩	২৬শ বর্ষ
১ম সংখ্যা	May—1986,	XXVI, No. 1

ভাগীরথী বক্ষে

শ্রীবগলা কুমার মজুমদার

ধূ ধূ করে ভাগীরথী! দীর্ঘায়িত তীররেখা
মসীলেখামম উদ্ভাসিছে দিগন্ত বলাকা
বিনিঃসৃত ব্যথাসুর প্রলাপিছে
কলকলরবে—শান্তি মর্মরিছে—
বিষাদ-বিহ্বল
হৃদয় উদ্বেল।
কী উচ্ছ্বসিত সলিলরাশি তরঙ্গে-তরঙ্গে
কেনিল ফণার সুদীর্ঘ শ্বাস শোষিছে রঙ্গে।
উদাস নীলাকাশ পড়েছে নুয়ে
যেন সমবেদনায় ক্ষণ ছুয়ে—
সান্ত্বনা মাগিছে
নিয়তি হাসিছে।
চঞ্চল সমীরণ বিরহ-কাতর বিষাদে
তীরে তরুরাজি কম্পিত বায়ুভরে বিপদে।
পীড়িত প্রকৃতি যেন অশ্রুসিক্ত
চিত্ত নিগড় আজ বন্ধন মুক্ত—
নিবিড় বিচ্ছেদ
মিলনের স্বাদ।
সযত্ন স্নেহরক্ষিত খাদা করে নদীতট
বিস্তৃত বুকে দাড়িয়ে সকলে-নিঃসঙ্গ বাট।
প্রশান্ত স্থির চারিদিক বিরহে
নিদাঘের তাপে পত্রকুল দহে—
স্নেহহীন বৃন্ত
নির্মম পরস্ত।
সেই পথচলা গ্রামপথে—বলাবলি করে
প্রতিদিনের সুখ দুঃখ ব্যথাভরে অন্তরে
বিমনা কোলাহল মিলিয়ে গেল
কালের মায়ায়—উন্মুক্ত অর্গল—
জীবনের পথে
চলা দিনে রাতে।
কাল চলে নদী চলে—অনন্ত পথের যাত্রী
অসীম সোহাগমাখা—বিচ্ছেদ মিলন ধাত্রী

খেয়া পার করে নিত্য কাণ্ডারী
অচেনা হতে আসা চেনা বিশারী—
ভুলের ফসল
মনের মেয়াল।
ভাঙা বাঁশী বাজে নাবে সদা মেঘলা আকাশ
রৌদ্র মাখে গায়—চঞ্চলপ্রভা শুভ্র বাতাস।
ক্ষণিক পাওনা মেলা-ভালবাসা
নিরাশার মাঝারে আশার বাসা—
সোনার পাখর
স্বার্থের বিচার।

সেই তো দেখা কতকাল আগে স্মৃতির পটরে
নাই সে তরী মাঝি সঙ্গী যারা ছিল বন্দরে।
নূতন পসরা মেলি পথপার্শে
দিবান্তে হিসাব করি কত হর্ষ—
পায় পরহারা
চারি হাতছাড়া।

খুলনা
১৩ ফাল্গুন ১৩১৩

সম্পাদকীয়

আয়ুর্বেদের রোগ নির্ণয়-বিজ্ঞান

জৈব ও অজৈব সকল পদার্থই পঞ্চমহাভূতের দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও ব্যোম দ্বারা গঠিত। ইহারা মৌলিক পদার্থ। ইহাদের বিশ্লেষণ করিলে অন্যের মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। মানবদেহ পঞ্চমহাভূতাত্মক। বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ বা ত্রিধাতু। ইহাদের সমতা দেহের সমতা বা সুস্থতা এবং অসমতা রোগের কারণ। এই অসমতা যত অসুস্থতার কারণ। এই অসমতা বা বিকৃতির রূপ নির্ণয়হেতু পঞ্চনিদানের অবতারণা।

নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগানাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥
—মাধবনিদানম্

নিদান—রোগজ্ঞানের জন্য নিদানকে জানা দরকার, তাহা না হইলে রোগোপশমের জন্য রোগের কারণ কি করিয়া বর্জন করা যায়? সুশ্রুতও বলিয়াছেন—রোগের সাধারণ চিকিৎসা—সর্বপ্রথমে নিদানকে অর্থাৎ রোগের হেতু কারণকে পরিবর্জন করা। সুতরাং চিকিৎসার জন্য পৃথক-ভাবে নিদানের জানা দরকার।

পূর্বরূপ—চিকিৎসার জন্য যেমন নিদানকে জানা দরকার তেমন পূর্বরূপকেও জানা দরকার। তাহা না হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রে যে পূর্বরূপের অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন পূর্বাচার্যগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা যায় না। চরক বলিয়াছেন, জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঘু পথ্য বা উপবাস দিবে (চ-নি-১ম-অ)। সুশ্রুতও বলিয়াছেন, বাতিক জ্বরের পূর্বরূপে ঘৃত পান করিতে দিবে।

ইহা ছাড়াও রোগ সাধ্য কি অসাধ্য তাহা

নির্ধারিত করিবার জন্যও পূর্বরূপের জ্ঞান থাকা দরকার। চরক বলেন, জ্বরের পূর্বরূপে যদি অতিরিক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় তখন বলা যাইবে মৃত্যুই জ্বরের মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে। এইরূপ অন্য রোগেও যেখানে পূর্বরূপের লক্ষণ অতিরিক্ত পরিমাণে দেখা যায় সেখানে রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক মনে করিতে হইবে।

রোগের সাধ্যাসাধ্য ব্যতীত অন্য প্রয়োজনও আছে যেমন পূর্বরূপ ব্যতীত রক্তপিত্ত ও প্রমেহের পার্থক্য বুঝা যায় না। চরক বলিয়াছেন, যেখানে প্রমেহের পূর্বরূপ নাই অথচ রোগীর হরিদ্রাবর্ণের অথবা রক্তবর্ণের মূত্র হইতেছে সেখানে প্রমেহ রোগ না বলিয়া রোগীর রক্তপিত্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ রক্তপিত্ত রোগের প্রকোপেও রক্তবর্ণ বা হরিদ্রা বর্ণের মূত্র হইয়া থাকে। এখানে একমাত্র পূর্বরূপের দ্বারাই রক্তপিত্ত ও প্রমেহের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

রূপ—নিদান ও পূর্বরূপের জ্ঞান যদি রূপকে রোগজ্ঞানের জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা না হয় তবে সম্যকরূপে ব্যাধির স্বরূপ জ্ঞান হয় না। আর সেই রোগ সাধ্য কি অসাধ্য তাহাও বোধগম্য হয় না। এই জন্য রোগের সুসাধ্য লক্ষণে চরক বলেন, রোগের হেতু, পূর্বরূপ ও রূপ সকল যেখানে অল্প—বাতাদি দোষ ও রসরক্তাদি ধাতু সকল তুল্যরূপ নহে অর্থাৎ উভয়ের জ্ঞান সমান নহে এবং রোগের প্রকৃতি ও রোগীর প্রকৃতি একরূপ নহে সেখানে রোগ সহজেই আরোগ্য হয় (চরক-সূ-১০ অঃ)।

উপশয়—নিদান, পূর্বরূপ ও রূপের মত উপশয়কে যদি রোগ জ্ঞানের অন্যতম উপায় স্বরূপ মনে না করা যায় তাহা হইলে যেখানে রোগের লক্ষণ সকল সংকীর্ণ অর্থাৎ দুইটি একই প্রকার লক্ষণ হয় উহা কোন রোগ তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইবে. যেখানে রোগের লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই সেখানে রোগের বিশিষ্ট অবস্থা সম্যকরূপে অনুধাবন করা যায় না। এমতাবস্থায় কেবল উপশয়ের দ্বারা রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবার উপায় নির্দিষ্ট করা যায়। এই জন্যই চরক বলিয়াছেন উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা গূঢ় কি অর্থাৎ যাহাকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না তাদৃশ রোগের পরীক্ষা করিবে (চ-বি-৪ অধ্যায়)।

সম্প্রাপ্তি—নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়ের মত সম্প্রাপ্তিকেও রোগ জ্ঞানের অন্যতম উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। যদি সম্প্রাপ্তিকে রোগ জ্ঞানের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা না যায় তবে দোষের বলাবল, দোষের অংশাংশ কল্পনা করা যায় না এবং কাল অর্থাৎ কোন সময়ে রোগের প্রকোপ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, ফলে বিশেষভাবে চিকিৎসা করা যায় না। সুতরাং সম্প্রাপ্তিকে রোগজ্ঞানের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য।

অতএব দেখা যাইতেছে কেবল নিদান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা বিধান হইতে পারে না, পাঁচটি নিদানেরই প্রয়োজন যদিও নামকরণ পৃথক হইয়াছে।

নিদান অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে প্রধান চারি প্রকার সম্বন্ধে উপকল্পনীয় অধ্যায়ে হরিচন্দ্র বলিয়াছেন, যথা—সন্নিকৃষ্ট, বিপ্রকৃষ্ট, প্রাধানিক ও অপ্রাধানিক হেতু চারিপ্রকারের হইয়া থাকে।

সন্নিকৃষ্ট হেতু—যেমন রাত্রি, দিন ঋতু, ও ভোজনকালের আশু বিপর্যয়। এই সকল কাল দোষের পরিপাক হয়, তাহাতে দোষের লক্ষণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না। সেখানে কালের প্রভাব বশতঃ দোষের প্রকাশ হইয়া থাকে।

বিপ্রকৃষ্ট হেতু—যেমন কালে সঞ্চিত শ্লেষ্মার বসন্ত কালে কফজন্য রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

প্রাধানিক হেতু—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম।

অপ্রাধানিক হেতু সমতা বা অতিরিক্ত হইবার কারণ প্রকুপিত হয়। কিন্তু দোষ সঞ্চিত হইলে বা অনিয়মতা হইলে প্রকুপিত হইবার সম্ভাবনা রাখে।

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগের অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ নামে যে পাঁচটি পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণ আছে তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয় সকলের একেবারে যোগ না হওয়া, অস্বাভাবিকভাবে হওয়া, অথবা যেমনভাবে যোগ হওয়া উচিত তেমনভাবে না হইলে মিথ্যাযোগ রোগের কারণ হয়।

প্রজ্ঞাপরাধের অর্থ—জানিয়া শুনিয়াও আহার বিহারে বিষমতা সম্পাদন করা বা অজ্ঞতা-বশত ঐ রূপ করা।

পরিণামের অর্থ—ঋতুসকলের স্বভাবজাত শীতোষ্ণাদির অযোগাতিযোগ অর্থাৎ যে ঋতুর যে স্বভাব তাহা না হওয়া বা অস্বাভাবিকভাবে হওয়া ইত্যাদি প্রকার ঋতুবিপর্যয়। অধর্ম হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয় তাহা পরিণামের অন্তর্গত (ভট্টার হরিশ্চন্দ্রের মত) কেন না, ফলও কালান্তরে দুঃখদায়করূপে পরিণত হয়। চক্রদত্ত বলেন, অধর্মও প্রজ্ঞাপরাধেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ মিথ্যা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধ প্রভৃতি হইতে জাত অধর্মের মূলই প্রজ্ঞাপরাধ। অপরাধ হইতে জাত মানসিক বিকৃতি হইতে দৈহিক বিকৃতির সূত্রপাত হয় কিন্তু অন্যের ফল স্বাভাবিক পরিণতি মানসিক বা দৈহিক বিকৃতি প্রাপ্ত করিবার কারণ নাই।

পূর্বোক্ত চারিপ্রকার ভেদ ব্যতীতও আরও তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা—বাতাদি দোষের হেতু, জরাদি ব্যাধির হেতু এবং দোষজ ব্যাধি উভয়ের হেতু। উহাদের মধ্যে বাতাদি দোষের হেতু যথা ঋতুবিশেষে উৎপন্ন মধুরাদিরস একটি দোষ সঞ্চয়ের একটি দোষের প্রশমনের হেতু হয়।

ব্যাধির হেতু যথা—মৃৎভক্ষণ পাণ্ডু রোগের হেতু। জলযুক্ত মৃত্তিকা বায়ুকে, উষর অর্থাৎ ক্ষারযুক্ত মৃত্তিকা পিত্তকে এবং মধুর সংযুক্ত মৃত্তিকা কফকে বৃদ্ধিত করে। দোষ ও ব্যাধির হেতু হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র প্রভৃতি যানে পা ঝুলাইয়া যাওয়া এবং বিদাহজনক অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি যেমন বায়ু ও রক্ত প্রকোপের হেতু তেমনই বাতরক্ত রোগেরও হেতু। এখানে রোগ নির্ণয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত আলোচনা করা গেল।

— —

বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ভারত সভাহলে অনুষ্ঠিত

কলিকাতা শাখা কার্য্যালয়ের বার্ষিক বদ্যসম্মেলনের সভাপতির ভাষণ

৭ই এপ্রিল, শুক্রবার, ১৯৫৮ সাল।

কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সেন শর্ম্মা, সাহিত্য কেশরী

(১৩৯২ সালের কার্ত্তিক-মাঘ সংখ্যায় ভাষণের অবশিষ্ট অংশ)

আয়ুর্বেদের কয়েকটি নীতি-বাক্য, যাহা মহাবাক্যরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য, প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারিক জীবনে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবার মতন তা নিম্নে প্রদত্ত হল। যথা :—

"বিনাপি ভেষজৈ ব্যাধি :
পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং
শতৈরপি॥"

—বাগ্‌ভট সংহিতা।

অর্থাৎ—"বিনা ঔষধে শুধু
সুপথ্য সেবিয়া
হয় বহু রোগ আরোগ্য,
ঋষি-বাক্য পালিয়া॥"

—মদীয় পদ্যানুবাদ।

বিভিন্ন দ্রব্যগুণ প্রসঙ্গে—

১। বাসক প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"যাবদ্বায়ো বিদ্যতে বাসবৃক্ষো
যাবদাশা জীবিতস্য চ।
তাবদ্ধি কফী কাসী
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী রোগী
কিমর্থমসবঃ ত্যজন্তি॥"

অর্থাৎ :—যতদিন এই জগতে বাসবৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং জীবনের আশা আছে, ততদিন কফপিত্ত রোগী, ক্ষয় রোগী এবং যারা কাস রোগে কাতর, এইরূপ রোগগ্রস্তগণ কেন অবসাদ-গ্রস্ত হবে?

২। আমলকী প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"বিভাত্যামলকে সর্ব্বান রসান্
লবণবর্জিতান্।
স্বেদমেদ-কফোৎক্লেশ পিত্তরোগ-
বিনাশনম্॥"

—চরক সংহিতা।

অর্থাৎ—আমলকীতে লবণ ব্যতীত সকল রসই বিদ্যমান আছে, একমাত্র লবণ রস নাই। আমলকী ঘর্ম, মেদ, কফ, রোগ ও পিত্ত রোগ বিনষ্ট করে।

৩। জননী-তুল্যা হরিতকী প্রসঙ্গে লিখিত আছে।—

"হরিতকী মনুষ্যাণাং মাতেব হিতকারিণী
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরিতকী॥"

অর্থাৎ—মাতাও কখনও দুরন্ত সন্তানের প্রতি কুপিতা হন, কিন্তু সতত হিতকারিণী হরিতকী উদরস্থা হ'লে কখনও অহিতসাধন করে না।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে হরিতকীর ব্যবহার অহিতকর, তার উল্লেখ করতেও আর্ষ ঋষিগণ ও আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ ভোলেন নাই।

যথা—পিত্ত-প্রধান ব্যক্তিগণ, পথ-শ্রান্ত, দুর্বল, উপবাসী ব্যক্তিগণ ও গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে হরিতকী ভক্ষণ নিষেধ।

সৈন্ধব-লবণের গুণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :—

রোচনং দীপনং হৃদ্যং চক্ষুষ্য
মবিদাহী চ
ত্রিদোষঘ্নং সমধুরং সৈন্ধবং
লবণোত্তমম্। —চরক সংহিতা।

অর্থাৎ—সৈন্ধব-লবণ রুচিকারক অগ্নিদীপক চক্ষুর তেজোবর্দ্ধক শীঘ্রপাকী অবিদাহী ত্রিদোষ-নাশক মধুর এবং ইহা সকল প্রকার লবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আয়ুর্বেদের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করলে অনাগত রোগ প্রতিষেধ-হিসাবে একই ঔষধ বা ভেষজ বিবিধ ও বিচিত্র রোগে ব্যবহার করবার পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। অনেক রোগের নামকরণ না থাকলেও রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ পরীক্ষান্তে যে কোন রোগ উপশমের ব্যবস্থা নির্দেশ করা যায়। ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে আয়ুর্বেদ যে দিন-চর্য্যা রাত্রি-চর্য্যা, ঋতু-চর্য্যার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, মহাকালের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে ক্রমশই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণের হৃদয়ে শাশ্বত সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

সত্ত্ব: রজ: তমঃ এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণই শ্রেষ্ঠ এবং মানব-জীবনের আদর্শ স্থানীয় ও সর্বদা গ্রহণীয়। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন—

"আয়ু: সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনা:।
রস্যা: স্নিগ্ধাঃস্থির হৃদ্যা আহারা:
সাত্ত্বিকপ্রিয়া:॥

অর্থাৎ—যে সকল খাদ্যগ্রহণ করিলে আয়ু উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও হৃদ্য সেই সকল খাদ্যই সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।

ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই সাত্ত্বিক আহারের মহৎ গুণের কথা কীর্তন করে গেছেন। উহা মনকে শান্ত ও সংযত রাখার এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুখ-শান্তিপ্রদ দীর্ঘ পরমায়ু লাভের প্রধান পথরূপে গণ্য হ'য়ে আসছে।

হাই প্রেসার বা রক্তের চাপ

ভারতীয় মতে বা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রক্তের চাপ বৃদ্ধি বলা হয়। ইহার মূল কারণ অত্যধিক বায়ু বৃদ্ধি। বায়ুর সাম্য অবস্থা আসলে স্বভাবতই রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগের বিধাতা ভেঙে দেওয়া যায়। অত্যধিক মানসিক চিন্তা, শোক, তাপ, উদ্বেগ অশান্তি প্রভৃতি কারণে মানসিক অবসাদ কখনও বা উত্তেজনাবশত এই রোগে মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলে মল-মূত্রের বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান, মাত্রাতিরিক্ত আহার, অসময়ে অবেলায় আহার, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উগ্রবীর্য দ্রব্য সেবন, মানসিক পরিশ্রম, অথচ শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, গুরুপাক ও উত্তেজক আহার দ্রব্য গ্রহণ, বিশেষত মাংস, ডিম, ভাজা দ্রব্যাদি অধিক মাত্রায় গ্রহণ এই রোগের প্রাবল্যের মূল কারণ। রক্তের চাপ বৃদ্ধির আর একটি কারণ, রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি। মহর্ষি সুশ্রুত বলেছেন যে,

শরীরে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি হ'লে দেহ ও চক্ষুর বর্ণ লাল হয় এবং শিরোঘূর্ণন প্রকাশ পায়।

সুশ্রুত সংহিতা,-সূত্রস্থান-অঃ ১৫।

শিরা ও ধমনীর আভ্যন্তরীন আয়তন হ্রাস বা কমলেও চাপ বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধ বয়সে পঞ্চাশের বেশী যতই বয়স বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই রক্তবাহী নালীগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায় এবং ঐগুলি স্বভাবতই একটু কঠিন বা শক্ত ভাবাপন্ন হয় এবং উহাদের স্বাভাবিক আকুঞ্চন প্রসারণ শক্তি হ্রাস পায়। তাই প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে, বৃদ্ধ বয়সে মানুষের বায়ু বৃদ্ধি হয়।

বায়ু রুক্ষগুণ বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত শোষক বলে উহা কোন জিনিষকে শুষ্ক করিতে পারে। এই জন্যই বৃদ্ধ বয়সে অনেককেই শিরা-কাঠিন্য উপসর্গে ভুগতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বায়ুই সমগ্র শরীরের নেতা হয়ে শরীরস্থ সমগ্র কার্য নির্বাহ করে। ইহাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মত। তাই মহর্ষি চরক বলেছেন—বায়ু তন্ত্র-যন্ত্র-ধর। অতি ছোট কথায় কী সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তন্ত্র অর্থাৎ সেই শরীর রূপ যন্ত্রকে বায়ু ধারণ করে থাকে।

বায়ুই সমস্ত চেষ্টার প্রবর্তক বায়ুই ক্রিয়া ও মনের নিয়ন্তা: মূলত, স্নায়ুপিণ্ডের যে আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া তা বায়ু দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা যেখানে বলেন যে, নার্ভের ক্রিয়ার দ্বারা সমুদয় শরীর পরিচালিত হয়—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎকগণ বলেন, বায়ুই সমগ্র ক্রিয়ার কর্তা। রক্তবহ স্রোতসমূহের মধ্যে যে চাপের সৃষ্টি হয়, বায়ুই তার কর্তা ও হোতা।

এই চাপের বৃদ্ধি হ'লে বুঝতে হবে যে, বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য এই কথাও সকলের অবধেয় যে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি হলেও যে বায়ু হয়েছে ইহা সুনিশ্চিত সত্য কিন্তু বায়ু বৃদ্ধি হলেই যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হবে এমন কোন কথা নাই।

এই বায়ুর সার্বক্ষনিক ও সার্বভৌম প্রভাব বিস্তার প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে—

"বায়ুরায়ুর্বলং বায়ু বায়ু দাতা শরীরিণাম্।
বায়ুবিশ্বমিদং সর্বং প্রভুর্বায়ু প্রকীর্তিতঃ॥
রাষ্ট্রমণ্ডলচক্রেষু যথা রাজা প্রশাস্যতে।
তথা শরীর মধ্যেঽপি বায়ুরেকঃ পরো বিভুঃ।"

চরক সংহিতা।

অর্থাৎ—শরীরধারীগণের আয়ু বল ও ধারক। সর্বব্যাপী বায়ুই এই নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা।

রাষ্ট্র বা রাজ্যমধ্যে রাজচক্রবর্তী সম্রাট যেমন সর্ব্বশক্তিমান ও প্রশাসিতা হন, অর্থাৎ অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন, সেইরূপ দেহমধ্যে বায়ুই একমাত্র প্রভু অর্থাৎ বায়ুর একমাত্র প্রভু, অর্থাৎ বায়ু ভিন্ন দেহযন্ত্র এক দণ্ডও থাকে না।

প্রতিষেধক উপায় সমূহ

আয়ুর্বেদ বলেন—রোগের কারণ বর্জনই রোগ নিরাময়ের সর্ব প্রধান উপায়। রোগ সমূহের কারণ মূলত তিনটি যথা—

১। অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ।
২। প্রজ্ঞাপরাধ
৩। পরিণাম বা কাল

প্রথমত আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। যথা—

(১) চক্ষু, (২) জিহ্বা, (৩) নাসিকা, (৪) ত্বক্ ও (৫) শ্রবণ। আবার এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পাঁচটি তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ কেন্দ্র বা আশ্রয় করে কার্যত ফলপ্রসূ হয়।

যথা—রূপ—চক্ষুকে আশ্রয় করে।
রস—জিহ্বাকে আশ্রয় করে।
গন্ধ—নাসিকাকে আশ্রয় করে।
শব্দ—কর্ণকে আশ্রয় করে।

স্পর্শ—ত্বককে আশ্রয় করে কার্যকরী পন্থা অনুসরণ করে চলে। কোন জিনিষই অপরিমিত গ্রহণ ও বর্জন করাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা বলে। এই সমস্ত আচরণকেই অতিযোগ অযোগ ও মিথ্যাযোগ নামে অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয়ত—প্রজ্ঞাপরাধ একথায় ব্যাভিচারিতা বলা হয়। সংযমের অভাবহেতু শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে বাধা সৃষ্টি করা বা ইচ্ছাকৃত জ্ঞানাপরাধ বিংশ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপরাধ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়াতে সমাজে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়েছে যাহা একরূপ মরণঘাতিনী।

তৃতীয়ত—পরিণাম বা কালের অযোগ অর্থ অনুপযোগী কার্য না হওয়া। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি না হওয়া, শীতকালে সামান্য শীত বা কিছুটা গরম আবহাওয়া, বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি ইত্যাদি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার প্রতিবিধানেরও কিছু কিছু ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

ব্লাডপ্রেসার রোগিগণের চিকিৎসা
(ঔষধ ও উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা)

১। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফল মাত্রই মূত্রনাশক ও স্নিগ্ধকারক।

যথা, পাকা পেঁপে, কলা, পাকা আনারস, ডালিম, সুমিষ্ট আম, আঙ্গুর, আম, জামরুল ভাব মৌসুমী বেলের সরবৎ সফেদা কলা কমলা লেবু আঙ্গুর, খেজুর স্বাভাবিক কারণেই উপকারী।

২। তিলবাটা ও মিছরী আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।

৩। আমলকী হরিতকী চালকুমড়া বেল শতমূলী প্রভৃতির মোরব্বাও আশ্চর্য সুফল প্রদান করে।

৪। বহুল পরীক্ষান্তে সিদ্ধযোগরূপে একটী সুফলপ্রদ পাচনের বিধান: জটামাংসী বেতচন্দন বেনামূল বড় এলাচদানা গোলাপ ফুলের পাপড়ি শীতল জলে ভিজাইয়া মিহড়িসহ সেবনে অতি সুফল পাওয়া যায়।

৫। তরকারীর মধ্যে :—বাসকচু, পল্ম, কচু, পটল, পলতার শুকতো, ঘোড়, মোচা, লাউ, সাচি মুসড়া, ঝিঙে, ঢেরস, মূলা, ডুমুর, কাকরোল, শাকের মধ্যে—চুলেখাড়া, পালং, ব্রাহ্মী, সুষনী, হিংচে, পলতে শাক (পাট পাতা) সজনে, লাউ শাক ইত্যাদি বিশেষ উপকারী।

৬। ব্লাড প্রেসার রুগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা একান্ত আবশ্যক—ত্রি-ফলা অর্থাৎ আমলকী, হরিতকী ও বহেড়া একসঙ্গে পরিমাণমত ঈষদ্ উষ্ণ গরম জলে ভিজাইয়া রাখি। পরে ঠাণ্ডা হলে সেবন করিতে হয়। মৌরী ভিজান জল পান করিলেও সুফল পাওয়া যায়।

৭। ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখিবার জন্য মধু বা মধুর সরবৎ পানের বিধান আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে নির্দেশ আছে।

৮। ঘোলের সরবৎ যাহা তক্র নামে অভিহিত আছে, মিছরি। সরবৎ, ঘরের ছাতুর সরবৎ বিশেষ উপকারী।

৯ স্নানাচালের অন্ন খুবই লঘুপাক এবং বায়ুনাশক। স্বাভাবিক কারণেই ইহা উচ্চ চাপে (হাই প্রেসার) সুফল প্রদান করে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

১০। ছোট চাল পোনা মাছ অল্প পরিমাণে আদা, জিরা, মৌরী, হলুদ অল্প পরিমাণ জলের সহিত সুপের মতন রাধিয়া সেবন করা।

১১। কাঁচা হলুদ-কুচি আখি গুড়সহ ও ঘোলা ভিজান জল বিশেষ উপকারী।

১২। অপথ্য—যথা অধিক পরিমাণে লবণ, মশলা, চা, কফি, কোবেজ, ধূমপান এবং রৌদ্র লাগানো প্রভৃতি দেহের অনিষ্টকারক। লঙ্কা, সরিষা, তাজা দ্রব্যাদি একেবারেই নিষিদ্ধ।

১৩। বিশুদ্ধ তিলতৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিবে এবং শাস্ত্রীয় মতে তৈরী আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল যথা, মহামরায়ণ, মহানারায়ণ, হিমসাগর, বায়ুক্ষয়া সুরেন্দ্র তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী, ত্রিশতী প্রসারণী, মহারাজ প্রসারণী ইত্যাদি মস্তকে মালিশপূর্বক শীতল জলে নিয়মিত অবগাহন অর্থাৎ স্নান করলে সার্থক ফল প্রদান করে।

১৪। পরিশেষে স্নায়ুশিরা ও মস্তিষ্ক সবল রাখিবার জন্য কঙ্কতকুসুমাদ্য, যোগেন্দ্র রস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধের অনুপান অনুযায়ী সেবন করিলে অবশ্য ফলপ্রদ করিবে।

নিম্নলিখিত অনুপানগুলি দ্বারা চিকিৎসকের নির্দেশমত উপরোক্ত ঔষধ ব্যবহার করবে। যথা—

কাঁচা হলুদ ঘৃতকুমারী, শতমূলী শ্বেতবেড়েলার মূল, অর্জুন ছাল, শালপাণি, ভুই কুমড়া, শিমুল মূল, গুলঞ্চ তালমূলি, বৃদ্ধদারক মূল, কটামাংসী চাকুলে, গোক্ষুর, বেলমূল শ্বেত চন্দন, রক্ত গোরক্ষ, এলাচ, গোলাপ ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি।

১৫। দুধ, দই, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর অথচ লঘু পথ্য।

স্মৃতি শক্তি

কবিরাজ শ্রীরমেশ চন্দ্র গুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন

আমাদের পড়াশুনা, কাজ কর্ম প্রভৃতি ও অতীতের ঘটনাকে স্মরণ করার ক্ষমতাকে স্মৃতি শক্তি বলে। স্মৃতি শক্তির দ্বারা আমরা বাল্যে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি সেগুলি যদি কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্য পর্যন্ত—সে সমস্ত ঘটনা ও পাঠ্য বিষয় যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মস্তিষ্কের ক্ষমতা দ্বারা স্মরণ করা হয় সেটিই আমাদের স্মৃতিশক্তিরই পরিচয়। স্মৃতিশক্তির যখন অভাব হয় তখন আমরা কোন কাজই সম্পন্ন করে উঠতে পারি না, বিভ্রম ঘটে। আমাদের পূর্বস্মৃতি যেমন আনন্দের

উপযুক্তরূপে দেখা দেয় আবার স্মৃতি অনেক সময় করুণ ও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কের সুস্থ সাহায্যে আমরা যেমন চলতে ফিরতে বা কথা বলতে ও নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করতে পারি তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুভব করতে পারি। অথবা রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, স্পর্শজ্ঞান ও যে কোন সুন্দর দৃশ্য ও ঘটনাকে আমাদের স্মৃতির মণি-কোঠায় যখন সঞ্চয় করে রাখি সে সমস্তই আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থ কার্য্যকারিতা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আবার স্মৃতিভ্রংশ হলে আমরা সব কিছুই বিস্মৃত হয়ে যাই। এই বিস্মৃতি আসে কঠিন রোগ ভোগের ফলে বা মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ফলে হয়ে থাকে। কঠিন ও মানসিক দুঃখ থেকেও হতে পারে। তখন আমরা অতীতে কি কাজ করেছিলাম, বা পূর্ব্বে কি ঘটেছিল বা কোন বিশেষ বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাই। সেটা আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুর দুর্ব্বলতার জন্যই হয়ে থাকে। স্মৃতিশক্তি বিস্মৃতির কারণ বিরুদ্ধ আহার বিহার বা দেহ দ্বিতে অরুচি, শোক, ভয়, দুঃখ, অবসাদ, বা দেহ দ্বিতে অরুচি, শোক, ভয়, হর্ষ, অবসাদ, অবধাননা, ধনক্ষয় প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনায় বায়ুর বিকৃতিবশত চিত্তের বিকৃতি দেখা দেয়। তখন আমরা কাজ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলি, কোন কিছুতেই মন সংযোগ করতে পারি না বা ক্ষমতা চলে যায়। এই স্মৃতি শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম, পরিশ্রম, উপযুক্ত বিশ্রাম ও ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রে এই স্মৃতি শক্তির উন্নতির জন্য সুন্দর ও ফলপ্রদ ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা আছে যেমন—সকালে বৃহৎ বাত-চিন্তামণি শতমূলীর রস মধুসহ প্রয়োগ করা যায়, আর বিকালে কৃষ্ণতুলসীর—শতমূলীর রস মধু বা ত্রিফলার জল কিংবা জটামাংসী সিদ্ধ জল ও মধুর সঙ্গে প্রয়োগ করলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। স্মৃতিশক্তির উন্নতির জন্য শাস্ত্রে ঘৃত প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত বা মহাতৈতস ঘৃত—।০—।০ তোলা মাত্রায় গরম দুধ ও চিনি সহযোগে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অথবা ব্রাহ্মীঘৃত—।০—।০ তোলা দুধ ও চিনির সঙ্গে ব্যবহার করলে সুন্দর কাজ দেয়। মাথায় দেবার জন্য বায়ুনাশক তৈল যেমন বিষ্ণুতেল বা মহানারায়ণ তেল স্নানের আগে বেশ কিছুক্ষণ ব্রহ্মতালুতে লাগিয়ে পরে স্নান করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। মহাবিষগর্ভ তৈলও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট উপকার করে। ব্রাহ্মীরসায়ণ ।০ মাত্রায় চিনির জলের সঙ্গে সকালেও বিকেলে ব্যবহার করলে ভাল ফললাভ হয়। সারস্বত চূর্ণ চিনির জলের সঙ্গে বা মিশ্রির জলের সঙ্গে ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার করে। দুবেলা আহারের পর সারস্বতারিষ্ট ১।০ চামচ সমপরিমাণ জলের সঙ্গে খেলে উপকার করে। অথবা ব্রাহ্মীআসবের রস ১ তোলা, কুষ্মাণ্ডচূর্ণ ৵০ মধুর সঙ্গে দুবেলা ব্যবহার করলে সত্ত্ব উপকার করে। নিরামিষ আহারে এক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকার করে উহার পুষ্টি করিয়া আহার করা অনুচিত। রাত্রে লঘু পথ্য গ্রহণ করা উচিত। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যহ তেল মাখিয়া স্নান করা উচিত। যে সব খাদ্য গ্রহণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয় তাহা বর্জ্জন করা প্রয়োজন। লঘু আহার করা প্রয়োজন। এই বিধি নিষেধ মানিয়া চলিলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি অবশ্যই আশা করা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্র সাধনা ও লীলা রহস্য

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীবঙ্গলা কুমার মজুমদার

সকলের দেহেই স্নায়ুগুচ্ছ আছে। উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ আছে, আবার কতগুলি আছে যাহা সাধনা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ এবং বিচিত্র শক্তির প্রকাশ সম্ভব করে তোলে। সাধারণের চোখে উহা অলৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভারতবর্ষে অনেক মুনি ঋষি ও সাধুদের মধ্যে এই অমানবিক ও বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ আচরিত হইয়া থাকে। মানবদেহের কোন কোন স্থানে এই অলৌকিক অনুভূতির চর্চা ও অনুশীলন হইয়া থাকে। অনেক দেহের অনেক স্থানের গূঢ় রহস্য এখনও অনাবিষ্কৃত আছে এবং ভারতবর্ষে এই রহস্যগুলি উদ্ঘাটনের জন্য প্রাচীনকাল হইতে চেষ্টা ও সাধনার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে এবং কৃতকার্যও হইয়াছেন তাহারা। মানুষের দেহের নানা কেন্দ্রের সহিত মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধ আছে। এখনও সেই সকল স্থান কাজে ও চিন্তাজগতের সীমানার মধ্যে আসে নাই। উহা আর হাজার হাজার বৎসর লাগিবে বাহিরে পরিস্ফুট হইতে। এই কেন্দ্রগুলি দীপ্তিমান হইতে নব নব সাধনা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। মস্তিষ্কের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ আছে তাহার স্ফুরণ ও ক্রিয়াশীল করিবার পথেই চক্র বা ষটচক্রের সাধনা ও প্রকাশ ধর্মী প্রতিভার সূচনা এ স্থলে করা যাইতেছে।

মানুষ অসভ্য অবস্থা হইতে অগ্রসর হইতে হইতে এখন যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সৃষ্টি ও অনুভূতির রাজ্য খুলিয়া যাইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সূক্ষ্মপটুতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহার কতটুকু দেহের মধ্যে নানাস্থানে, বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কের অসীম সম্ভাবনা আরও সুবিধার অলৌকিক অবস্থানের শক্তিনিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। তন্ত্র আছে ৭২০০০ নাড়ী আছে দেহ যাহার মধ্য দিয়া এই চেতনা নানাভাবে বিকসিত হয়। ইহার মধ্যে ১০টি নাড়ী খুব উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে ৩টি নাড়ী ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ইড়া মানসিক বৃত্তিগুলি অনুশাসন করে। পিঙ্গলা প্রাণময় শক্তির উপর কাজ করে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া যে নাড়ী প্রবাহিত তাহাকে সুষুম্না বলে। উহা মস্তিষ্ক হইতে মূলাধারে কুণ্ডলিনীর সহিত সংযুক্ত। মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা। আর সুষুম্না তাহাদের মধ্যে অবস্থিত আছে। এই সুষুম্নার ঐশ্বরিক ও অপার্থিব ও মনোত্তীর্ণাবস্থা এই তিনটি নাড়ী জাগরণ হইলেই, বিশেষত সুষুম্নার শক্তির প্রকাশ। তাহা হইলেই উচ্চ ও নীচ স্তরের জ্ঞানদীপিকা প্রজ্বলিত হইবে। ইড়া ও পিঙ্গলা মূলাধার হইতে আরম্ভ কিন্তু সুষুম্না সর্বাপেক্ষা স্বর্গীয়, অতি মানবীয় ও অতিমানসিক নাড়ী। এই তিনটি নাড়ী যখন উদ্দীপিত হইবে, তখন কেন্দ্রের অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্নাও উদ্দীপিত হয়। ইড়া ও পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের বাহিরে অবস্থান করে। সুষুম্না মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে ইড়া বামে

এবং পিঙ্গলা ডানে—ইহারা স্বাধিষ্ঠান চক্রের স্থানে সংবিশ্লিষ্ট হয়। পরে এরা উপরের দিকে যেতে যেতে মণিপুর চক্রে মিলিত হয়। প্রতিচক্র স্থানে এই নাড়ী মিলিত হয় এবং পরিশেষে আজ্ঞাচক্রে সম্মিলিত হয়। সেখানে তারারা সুষুম্নার সহিত মিলিত হয়ে সমগ্র চক্রের জ্যোতি লাভ করে। জ্ঞানালোকের বিকাশ লৌকিকরীতি অনুসারেই হইয়া থাকে। এই জ্ঞানদীপ পাঁচ রকমে হতে পারে, যথা:—

কাহারও কাহারও জন্মের থেকেই এই জ্ঞান-দীপ্তির স্ফুরণ হয়। পিতামাতা যদি জ্ঞানদীপ্ত হয় তবে সন্তানও সুষুম্না শক্তিমণ্ডিত হইবে। অবশ্য সীমিত।

দ্বিতীয় পন্থা হল মন্ত্র সাধনা। এই মন্ত্র কোনও যোগ্য গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ১০০, ১০০০, ১ ০০০০ বা তারও বেশি বার জপ করিতে হইবে। ইহার ফলে জ্ঞানগরিমায় উদ্ভাসিত হইবে। তৃতীয় পন্থা হইল তপস্যা—ইহা চইল এক রকমের মনোমালিন্য বিদূরীত করা। মনোরাজ্যে যত জাগতিক, মানসিক বাধ ও মালিন্য আছে তাহার একেবারে সাবলীল চিন্তাশক্তির স্ফুরণ হয়। ইহা এক প্রকার মানসিক অথবা মনের প্রকৃতি সকল নির্মল করিয়া অনন্ত চিন্তাধারার নির্ঝর প্রবাহিত করা যাহা দ্বারা পারিপার্শ্বিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করিয়া তোলা নিজের ব্যক্তিত্বকেও নিজের মধ্যে এমন একটি দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি হয় যাহার দ্বারা যা ভাবা যায় তাই করা যায়, ইহাই তপস্যা। ইহা কতকগুলি অথবা বিধি-নিষেধের বন্ধনের আতিশয্য প্রকাশ নয়, ইহা স্বচ্ছ ও নিষ্কলঙ্ক ও মুক্তাবস্থার বিকাশ।

চতুর্থ পন্থা হইল ওষধির সাহায্যে মানসিক বিকার বিদূরীত করা। ইহা দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা বা সুষুম্নাকে জাগ্রত করা। ইহাও বলা হয় যে, এই ওষধি গুরুর সাহায্যে লাভ করা প্রয়োজন তা না হলে মস্তিষ্ক বিকৃতিও হতে পারে। তার জন্য পাগলের চিকিৎসালয়েও প্রেরণ করিতে হইতে পারে। এই পন্থায় জীবন্মুক্তি বা মনের মুক্তি খুব সত্বর হইতে পারে কিন্তু ইহা বড় বিপদসঙ্কুল। পঞ্চম পন্থা হল সমাধি অর্থাৎ মনের সাম্যভাব বা মানসিক চৈতন্য ক অতি মানসিক স্তরে উন্নীত করা বা ইহা উদ্ভূত হয় এমন মনের একাগ্রতা, ধ্যান এবং পরমাত্মার সহিত সংযোগ স্থাপন, বলিতে কি, সমাধির সহিত সমস্ত চিৎশক্তি উদ্ঘাটন সম্ভব হয়।

উল্লিখিত উপায়ে মনের বিকার হালিমুক্ত করিয়া তবে মনোরাজ্যের বিভিন্ন উচ্চস্থানে অগ্রসর হওয়া যায়। সুতরাং যোগ্য গুরুর সাহায্যেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর হয়। ষটচক্রের উপলব্ধি করার মানবিক অবস্থা লাভের কঠিন ও দৃঢ় সাধনা অত্যন্ত জটিল ও নিবিড় মন সংযোগের ফল—মানবদেহের সহিত জ্ঞানযোগের বা অতিমানবের মানসিক অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও উচ্চগ্রামের অতি-মানসিক অবস্থায় ওপস্যাকৃত যোগের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইতে হয়।

কেহ বলেন, কুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে জাগ্রত হইয়া ষট্‌চক্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, আবার কেহ কেহ বলেন, সে কথা ভুল। প্রকৃতপক্ষে চক্র-গুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়, উহারা প্রত্যেকে পৃথক-ভাবে সহস্রার সঙ্গে মিলিত এবং আলাদা ভাবে সংযুক্ত হয়। স্বাধীষ্ঠান হইতে সোজা সহস্রার

সহিত যুক্ত হয়। মণিপুর চক্র থেকে সহস্রার সহিত সংযুক্ত। একইভাবে অনাহত, বিশুদ্ধি এবং আজ্ঞাচক্র। এই সজ্ঞান চক্র থেকে শক্তি বা জাগরণের শক বা জাগৃতির তরঙ্গ সহস্রারচক্রের সহিত মিলিত হয়। কুণ্ডলিনীর স্থান মূলাধার নয়, সহস্রারে ইহার স্থান।

মস্তকে স্তরের পর স্তর আছে, তাহার মধ্যে শব্দ, বাক্য, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শন শক্তি, স্পর্শ, সঙ্গীত, ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে দূরবর্তী ব্যক্তিবর্গের মনোভাবের যোগাযোগ, ইত্যাদি সম্ভব ও অসম্ভব অনেক কিছু শক্তির প্রকাশের মূল অবস্থিত। এই সহস্রারে অসংখ্য কলা, খণ্ড প্রভৃতি আছে যাহা নিদ্রিত আছে এবং এই নিদ্রিত স্থানগুলি তপস্যা ও সাধনা দ্বারা জাগ্রত হইতে পারে। সহস্রারার স্থানগুলি পদ্মপত্রের মত দেখিতে একটু গভীরভাবে দেখিলে মনে হয় সর্পফণা। এই চক্রগুলি সুষুম্নাপুঞ্জ মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত গাত্রে অবস্থিত এবং এইগুলি হইতে সহস্র সহস্র স্নায়ুজাল বিভিন্ন শারীর স্থান বিস্তৃত। এইগুলি যেন তড়িৎ—তারা এক ঘর হইতে অন্য ঘরে খবরাখবর নেয়া-দেয়া করে। ইহাদের মধ্যে অগ্রসর হবার আবার পশ্চাতে যাবার পথ আছে। শক্তির উদ্বোধন শারীর প্রতিক্রিয়া। একটি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া অথবা একটি গভীর শারীর প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই উদ্বোধন অর্থে কোন বিশেষ গ্রন্থি, বিশেষ কোন স্নায়ুপ্রতি উদ্বোধন বুঝিতে পারে। এই জাগরণ মূলাধারের হইতে পারে—স্বাধিষ্ঠান কি মণিপুরের হইতে পারে অর্থাৎ কোন একটি শারীর কেন্দ্রের অন্তর্স্থান এই শক্তির উদ্বোধন দেহরূপ যে বস্তু তার মধ্যে নিহিত অর্থাৎ যে শক্তি দেহবস্তুর স্থানে স্থানে আছে তার উদ্বোধন। ইহা কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন নহে—চক্রগুচ্ছের উদ্বোধন তা হতেই কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন হয়।

প্রতিমুহূর্তে সহস্রারে যাইতে হয়। প্রত্যেক লোকের প্রাণায়াম ও অন্ন বিস্তর ষটযোগ অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রাণায়াম দ্বারা মনের কালী বা আবর্জনা দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে চিন্তাধারা পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত প্রতিভাত হয়। ষটযোগ ও প্রাণায়ামের দ্বারা মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তির উদ্বোধন হয়। কোন কোন সময় এই সকল ক্ষমতা অনেকে পাইয়া বসে প্রকৃতির বশে অথবা পূর্বজন্মের কর্মার্জিত ফলশ্রুতি। যেমন জ্যোতিষীর বা কোন কোন সময় কোন কোন অদ্ভুত সব কথা বলিতে থাকে কোন কোন লোক। মস্তিষ্কের কম্পন বেশি হইতে থাকে—কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হইতে থাকে। (ক্রমশঃ)

Ayurveda and Its Alchemy—Their Role in Modern Times

Vaidyasiromoni Kaviraj Jagesh Dasgupta Visaigratna,

(Contin ed from Kart k-Magh, Number. 1392 B. S.)

In ancient India : some physicians, after acquiring general knowledge of Ayurvedic science, had specialised in some particular branches. We know others who made especial study of the diseases of the eye. ear, nose and throat. From a study of Charaks Samhita we know that symposia were held in ancient India in which different physicians assembled and exchanged their views and ultimately the president harmonised between their conflicting opinions.

Ayurvedic practitioners in ancient Ind Gere broadly classified into Phisicians belonging to the Atreya School and Surgeons belonging to the Dhanvantari School. Jivaka who was a contemporary of Gautama Buddha was both a physician and surgeon, cured many diseases by performing major operations. From a study of Sariresthana of ustuta Samhita, it is also evident that the Ancient Indians had made a study of Eugenics (Production of offsprings).

Indian chemists such as Nagarjuna produced a vast literature. The late Dr. P. C. Roy, in his voluminous work on Hindu Chemistry, has throughly discussed about the original contributions of Indian Chemists to the Scientific world.

The process of purification of different metals practised by Indian Physicians and the process of converting baser metals in to gold may be studied with profit by modern chemists.

Pages from history reveals to us the very fact that the practice of Indian alchemy was first started in India from the very beginning, say about 2,500 years ago, of the Buddhist period.

Alchemy or Rasa-shastra is a complete and separate branch of this science which somehow modified the Ayurveda of Arshakal. It is, indeed, a fact that so profoundly (age of the sages), exerted its influence on the Ayurveda of Arshakal. that one may say without hesitation that the Ayurveda as has come down to us, is the product of the complete fusion of Ayurveda and Alchmy.

The scientists of that age who were mostly Buddhists recorded results of their researches in different voluminous works. Most of them have been lost, excepting

some which have been somehow found and carefully preserved.

Devadideva Mahadeva, it is said, was the first to conceive of Alchemy. It came into being due to man's endeavour to find an "elixir of life" that would enable him to defy age and ills and be immmortal. In the early stage, it was the three Nagarjunas, and in the latter part it was Dattatreya, Anantadeva, Yasodhar, Shalinath, Chandrasen, Lakesh, Matta and Mandabya who specialised in Ayurvedic Alchemy. Among the three Negarjunas, the first was Nagarjuna—the nihilist of the Ist century A. D. The next was Nagarjuna who probably belonged to the 4th or 5th century and had revised the Sueruta samhita. The last Nagarjuna was the celebrated chemist of Gujrat who was supposed to be the author of Kakhaputatantra. It was he who also proposed Nagarjunavra—a specific for heart trouble.

All these people carried the sciene to such a height of perfection that it is said that they had discovered the process of preparing gold and silver and a compound of copper with the help of mercury. Nagarjuna was the first to edopt the method of mercury with sulphur in various proportions. In the present day, chemists like Noyer, Roger, Bacon, Raymond duly have stresse I the very fact that all preparaons containing mercury are indeed efficacious. Indian Alchemy had not been neglected in the modern century for it was Acharya Profulla Chandra Roy and other votaries of science who with their many contributions threw new light on various aspects of Rasa-Shastra.

Among many other medical paoducts Makaradhwaja is the most indispensable, best and foremost of all the "Rasa-Oushadhas" Let us devote a little time to Makaradhwaja so that I may illustrate the contributions of rasa-cushadha to Ayurvedic Therapeutics Here I am going through the preparation of Makaradhwaja in short. It is prepared from mercury, sulphur and gold. Its use is now somewhat restricted within the Indian system of treatment (Ayurveda); but there was a time when it was Universally used all over the world by all medical professions. Quite a few years ago, the Germans used to prepare Makaradhwaja on a large scale and exported it to other distant countries. Two varieties of sulphur are used in the preparation of Makaradhwaja. One is the candle-shaped and the other is known as the "amlasha" (crystal form) Sulpher, Mercury which is used in the preparation, has to be extracted from mercuric sulphide.

(To be continued)

চিকিৎসায় পথ্যাপথ্যের গুরুত্ব

কবিরাজ শ্রীপ্রভাত কুমার চক্রবর্তী, আয়ুর্বেদতীর্থ
চিকিৎসাধিকারিক (আয়ু)—হুগলী জিলা পরিষদ

চিকিৎসার রোগ নিরাময়ের জন্য এবং রোগ নির্ণয় করিবার জন্য রোগবিজ্ঞান অর্থাৎ রোগ বিনিশ্চয় কায়চিকিৎসার প্রথম অঙ্গ।

চিকিৎসা করিবার জন্য যে দ্রব্যের সাহায্যে চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা সেই দ্রব্যকে পরিচয় ও চিনিবার জন্য দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানকে কায়চিকিৎসার দ্বিতীয় অঙ্গ।

উপরোক্ত দ্রব্যগুণ বিষয়ে দ্রব্যের রোগ উপশমকারী যে শক্তি আছে তাহার রোগাত্মা সম্বন্ধে নিশ্চয় করা যায় সেই দ্রব্যের বে নির্ঘণ্টু তাহা কায় চিকিৎসার তৃতীয় অঙ্গ।

দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের কল্পনা-বিধি, যথা চূর্ণ কাথ বটিকা গুড়িকা আসব অরিষ্ট তৈল ঘৃত প্রভৃতির বিষয়ে যে জ্ঞান তাহার পরিভাষা কায়চিকিৎসার চতুর্থ অঙ্গ।

চিকিৎসা করিতে রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা রোগনিরাময় জন্য সহকারী হিসাবে পথ্য অপথ্য ব্যবস্থা অতি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত সুতরাং পথ্যাপথ্য নির্ণয় করা কায়চিকিৎসার পঞ্চম অঙ্গ।

এই পথ্যাপথ্য বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাহা রোগীর অখিলল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পথ্যাপথ্য নির্ণয় করা হয়। শুধু কেবল ঔষধের ব্যবস্থা দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্যক্ [illegible] শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, রোগোদ্রিপি [illegible] ও নহু পথ্য বিহীনস্য কেবলমাত্র শতৌষধি, ঔষধ ব্যবহার না করিয়াও কেবল মাত্র পথ্যের দ্বারা রোগ নিরাময় করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি পথ্য পালন করেন না তিনি শত শত ঔষধ সেবনেও রোগমুক্ত হইতে পারেন না। সেই জন্য পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা বিশেষ-ভাবে অবলম্বনীয়।

এই স্বল্প প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল।

বাতাক্রান্ত ব্যক্তির পথ্য—চাউল, গম, যব, নূতন মাষকলাই, তিল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ছানা, কাঁজী, বেগুন, অম্ল আলু, সজিনা-ডাটা, দ্রাক্ষা, দাড়িম, আমলকী, ডাব, লবণ রস, স্নেহাভ্যঙ্গ বিশুদ্ধ আমোদ প্রামোদ।

অপথ্য—রাত্রি জাগরণ, অধিক বাক্য কথন, উপবাস, অধিক পরিশ্রম, অতি স্ত্রীসঙ্গ, নিরন্তর যান বাহন-আরোহণ, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, ছোলা অরহর প্রভৃতি ডাল অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য ও সর্বপ্রকার রুক্ষ দ্রব্যাদি।

পিত্ত প্রধান ব্যক্তির পথ্য—পুরাতন অন্ন, যব, গম, ছোলা, মুগ, মসুর, উচ্ছে, করলা, পটল, ডুমুর, কুমড়া, শুসনি শাক, তিক্ত, মধুর, কষায় রস, ঘৃত দুগ্ধ, চিনি, দ্রাক্ষা, দাড়িম, খেজুর, তাল শাঁস, শৈত্যক্রিয়া স্নান, শীতল ধারা ইত্যাদি। অপথ্য—মাস কলাই, সুলখ কলাই, কটু দ্রব্য, ভাজা পোড়া, অগ্নি সন্তাপ, ক্রোধ ইত্যাদি।

কফপ্রধান ব্যক্তির পথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, ছোলা, মুগ, মসুর, সরিষার তৈল, পলতা, করলা, বেগুন, কাঁকরোল, মোচা, শুল, নিম, মূলা

রসোন মধুরাম্লি জাগরণ, ভ্রমন, অম্লাদি স্নানে পবন, ধূপোন, উষ্ণরস কটু, তিক্ত, কষায় রস ইত্যাদি।

অপথ্য—স্নেহদ্রব্য, তৈল, সরিষা, দিবানিদ্রা অধিক স্নান, মৎস্য, মাংস, কাঁচ কলা, নূতন চাল, ডাল, অধিক দুগ্ধ, মধুর ও অম্ল দ্রব্য ইত্যাদি।

রোগ ও পথ্য

জ্বরে—সাধারণত তরুণ জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া যায় কিন্তু বালক বৃদ্ধ গর্ভিনী দুর্বল বায়ু প্রকৃতি রোগীকে লঙ্ঘন দেওয়া সমিচিন নহে। পরে প্রথম ২।১ দিন গেলে জল বার্লি দেওয়া যায়। জিহ্বা পরিষ্কার ও ক্ষুধা হইলে অল্প অল্প পিপুলসিদ্ধ দুগ্ধ দেওয়া যায়। পুরাতন জ্বরে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে উপবাস দেওয়া ঠিক নহে। সন্নিপাত জ্বরেও যদি শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকে তাহা হইলে জল বার্লি, খৈ মণ্ড—পিপুল সহ পাক করা শটী বার্লি দেওয়া হয়। সাগু স্নিগ্ধ পিত্তনাশক উদরাময় থাকিলে সাগু নিষিদ্ধ। বার্লি জল ডাব দিবে, তরল ভেদ, পেটকাঁপা থাকিলে ছানার জল, মৌরী ভিজান জল দেওয়া যায়। ফলেরমধ্যে ডাবের জল। অর বন্ধ হইলে পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, জীবিত মৎস্যের ঝোল, কাচা কলা, অল্প আলু, কচি বেগুন, পটল ইত্যাদি তরকারী, এক বাটী দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে, রাত্রে মুড়ির কটী দেওয়া যায়। রক্তামাশায় (প্রবাহিকায়) :—খৈ বার্লি, ডাবের জল, ঘোল, চিড়ার মণ্ড, বেলশুট হাল্কা গুড় সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দেওয়া যায়। আমাশয়ও অতিসারে রোগীর পথ্য এমন হওয়া উচিত যাহাতে মলের সৃষ্টি হয়। তাই বেশী ছিবড়া যুক্ত খাদ্য দেওয়া উচিত নয় টক, মাগুর, মোরলা ইত্যাদি মাছের ঝোল, গাঁদাল পাতা, বাসকুনী পাতার ঝোল দেওয়া যাইতে পারে।

অম্লপিত্ত শূল রোগে পথ্য—প্রাতে পুরাতন চাউলের ভাত ছোট টাটকা মাছের ঝোল—করলা পটল, হিঞ্চাশাক, বেতের ডগা কুমড়া, মোচা কাচ কলা-তিক্ত রস প্রধান দ্রব্য ভোজন করিতে দিতে হয়। রাত্রে ক্ষুধা না থাকিলে বার্লি সাগু ইত্যাদি দিতে পারা যায় ; ক্ষুধা হইলে রাত্রে লাল আটার রুটী—পাতলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। রুটি প্রস্তুত করিবার সময় আটা মাখিবার সময় একটু সৈন্ধব লবণ, যোয়ানের গুড়া মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। দুগ্ধের সহিত ২।১ চামচ চুণের জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ অনায়াসে হজম হয়।

অপথ্য—লঙ্কার ঝাল, সরিষা, অম্ল দ্রব্য, আচার ভাজাপোড়া দ্রব্য দালদা ঘৃত তেলে ভাজা বা অন্যান্য দুষ্পাচ্য গুরু দ্রব্য ইত্যাদি একেবারে বর্জনীয়।

আমবাত রোগে পথ্য—আমবাতের নূতন অবস্থায় জ্বর, গায়ে বেদনা গাঁটে ফোস থাকিলে অল্প পথ্য বন্ধ রাখিয়া সাগু, যবমণ্ড দিতে হয়। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্বর বন্ধহইলে প্রাতে পুরাতন চাউলের ভাত, মুলথ কলাই, মটর বুট প্রভৃতির যুষ, পটল ডুমুর, ঝোড়, মানকচু, উচ্ছে, সজিনাডাটা, এচোড়, রসুন, আদা, মূলা ইত্যাদির তরকারী। সামান্য পরিমাণে মাংসের যুষ দিতে পারা যায়। খেজুর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দেওয়া যায়। উষ্ণ জল পান, উষ্ণ জল সেবন ব্যবস্থা করা যায়। কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে সাগু বিরেচন হিসাবে ব্যবস্থা করা হয়।

অপথ্য—দধি, মৎস্য, গুড়, অধিক মিষ্ট দ্রব্য

অ [illegible] ঠণ্ড, সদ্য স্নান করা বকপ্রদ শীতল দ্রব্য, গুরু ভোজন সর্বদা পরিত্যাজ্য।

বাতব্যাধির পথ্য—বাতব্যাধিতে বায়ু দূষিত হইয়া অন্যান্য দোষকেও দূষিত করিয়া থাকে। বায়ু ব্যাধির উৎপাদন করে বায়ুর প্রশমনই অন্যান্য ব্যাধির প্রশমন করিয়া থাকে। বাত ব্যাধির মধ্যে পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কার, অর্দ্দিত ক্রোষ্টুশীর্ষ গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অববাহুক, অঙ্গ-শোষ, অনিদ্রা, অল্পনিদ্রারোগ শুষ্ক রক্তনাশ সন্ধ্যা নাসিকা নেত্র গ্রীবার ইত্যাদি বায়ু দোষাক্রান্ত রোগীর স্নায়ু অম্ল লবণরস যুক্ত আহার, তৈলাদি মর্দন স্নেহবস্তি ক্রিয়া ফলপ্রদ। গাত্রে মাখিবার জন্য মহানারায়ণ তৈল, শ্রীগোপাল তৈল, বিষ্ণু তৈল, মহাচন্দনাদি তৈল, বলাতৈল, ইত্যাদি ব্যবহার হয়। পক্ষাঘাত মস্তাস্তম্ভ অপতন্ত্রক কটিকর রোগে প্রথম অবস্থায় অন্ন পথ্য না দিয়া যবমণ্ড, সাগু, অন্ন মণ্ড ইত্যাদি পথ্য দেওয়া যায়। বিকার করিলে পুরাতন চাউলের ভাত কুলক কলাইএর যূষ, রোহিত, মাগুর, সিঙ্গি মাছের ঝোল, পটল সজিনাডাটা, ঘলোম, বেতন, চেরস খিরা প্রভৃতি তরকারী—ঘৃত, দুগ্ধ, আম, খেজুর কিসমিস ইত্যাদি ফলের পথ্য দিতে হয় রাত্রে রুটী দুগ্ধ দিতে হয়। প্রমেহ বা বাতরক্তের জন্য বাতরোগে পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা না হইলে কোন উপকার হয় না। হরিতকী আমলকী শতমূলী ইত্যাদির মোরব্বা উপকারী।

অপথ্য—মুগ, ছোলার ডাল, যব, সিম, বরবটি করলা, অধিক কষায় দ্রব্য, অতিরিক্ত তিক্ত কটু দ্রব্য তালশাঁস, লবণ, সুপারী ত্যাগ করিতে হয়। চিন্তা শোক ক্রোধ সদ্য রাত্রি জাগরণ, স্ত্রীসঙ্গ, অধিক পথ ভ্রমণ ত্যাগ করিতে হয়।

বাতরক্ত-কুষ্ঠ-রক্তদুষ্টি ব্যাধির পথ্য—রক্ত দূষিত হইলে বিকৃতি-জনিত নানা প্রকার রোগ হয়—বাত-রক্ত কুষ্ঠ বা ফোড়া কণ্ডু বিসর্প উপদংশ মুখে ও গলায় ঘা, নাকে মুখে দুর্গন্ধ, অন্যান্য চর্মরোগে দূষিত রক্ত হইতে জন্মিয়া থাকে। রক্ত দুষ্টি রোগীর প্রত্যহ কোন একটি তিক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। তৈলে পাক করা তরকারী ব্যবহার না করিয়া ঘৃত পক্ক তরকারী ভোজন করিতে হয়। দিনে পুরাতন চাউলের ভাত রাত্রে পুরাতন যব বা গমের রুটি বা লুচী বা পুরী দই বৈ কাচা মুগ ছোলা অড়হর মসুর ডাল ঘৃত পক্ক দাল, পটল, ডুমুর, কাচা কলা, চিঙ্গা উচ্ছে মানকচু, সজিনাডাটা, এচোড়, খিরা, থোড়, নিমপাতা পলতা, খেতাগ্র পুঁই, কুলেখাড়া, ব্রাহ্মী পুর্ণবা শাক ইত্যাদি এবং সহজপাচ্য দুগ্ধ সুপথ্য।

অপথ্য—নূতন চাউল, তৈল পক্ক ডাল, তরকারী অম্ল দ্রব্য, অধিক লবণ, লঙ্কার ঝাল, লাউদধি, মৎস্য মাংস, ডিম, মদ্যপান, দিবা নিদ্রা, রৌদ্রতাপ অগ্নি সেবন নিষিদ্ধ।

রক্তপিত্ত রোগীর পথ্য—মিশি পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, মসুর ডাল ছোলা অড়হর ডাল, নটেশাক পলতা বেতাগ্র পুরাতন চালকুমড়া, লাউ, পটল, ডুমুর মানকচু মোচা থোড়, উচ্ছে প্রভৃতি হিতকর, অল্পের মধ্যে পাকি লেবু, কাগজী লেবু, ছাগী দুগ্ধ সবা দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি সুপথ্য। ফলের মধ্যে খেজুর কিসমিস মানকচু, পাকা আমলকী, পানিফল মিষ্টি বেদানা কচি ডালশাঁস, আখ কলা হিতকর। রাত্রে রুটী লুচী বৈ এবং ছাতু সাগুবালি এরারুট ইত্যাদি সুপথ্য। গাত্রে মহাচন্দনাদি তৈল বলা লাক্ষাদি তৈল অভ্যঙ্গে হিতকর।

অপথ্য—অধিক পরিশ্রম, অগ্নি রৌদ্র সেবন, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্য্যটন ভ্রমণ, স্ত্রীসঙ্গ গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দধি গুড়, বেগুন,

শিম, রসোন মাষকলাই, ভাজা পোড়া দ্রব্য, মদ্য অতিরিক্ত লবণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

যক্ষ্মারোগের পথ্য :—যক্ষ্মারোগের পথ্য রক্ত-পিত্তের ন্যায়, যক্ষ্মারোগীকে কখনও উপবাস দিতে নাই খাদ্য যাহাতে সহজে হজম হয় এবং অগ্নিবল সমান থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোন প্রকার পেটের গোলমাল হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার করিতে হয়, অরুচি থাকিলে আমলকী, পুরাতন তেঁতুল দিতে পারা যায়। সাধারণত যক্ষ্মারোগীর মাংস ক্ষয় বেশী দেখা যায়। সেই ভাবে রোগীকে মাংস পথ্য হিসাবে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। মাংসাশী পশুর মাংস দিবার ব্যবস্থা হিতকর কিন্তু আজকাল ঐ সকল মাংস দিবার প্রথা প্রায় নাই, আর ঐগুলি সংগ্রহ করা অসুবিধা। চরক বলেন, যে যক্ষ্মা রোগী সংযম পূর্বক কেবল মাংস আহার করে এবং যথা-নিয়মে মধুজাত আসব অরিষ্ট পান করে এবং ক্রোধ প্রভৃতি ত্যাগ করে। প্রসন্নচিত্ত হয় তাহা হইলে অচিরে সে আরোগ্যের পথে যায় সুশ্রুতের মতে ছাগ মাংস, ছাগচর্ম ইত্যাদি ছাগ মাংস বাত এবং মাংসের মধ্যে ছাগ মুরগী ও পায়রার মাংস ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই সকল মাংস যুষ প্রস্তুত করিয়া ঘৃত মশলা দ্বারা সংস্কৃত সুস্বাদু সুগন্ধি করিয়া আহার করা বিধেয় ইহা ছাড়া পরিমাণমত দুগ্ধ ঘৃত মাখন ইত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

মধুমেহ রোগের পথ্য :—প্রস্রাবের সহিত শর্করা নির্গত হওয়া ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিবার ক্ষমতা হ্রাস হওয়া, দুর্বলতা, পিপাসা, গাত্রদাহ মাথা খালিখালি বোধ-এই সকল সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য রোগ অপেক্ষা এই রোগে পথ্যের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা এই রোগ উপশমে অধিক নির্ভর করে। মধুমেহীর কোন প্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া উচিত নহে। সাধারণত যব, গমপ্রধান খাদ্য, যবের রুটি, মাংস, ডিম, টাটকা শাকসব্জী অরহর দাল ছোলার দালের যুষ দিতে হয়। তরকা-রীর সমস্ত অংশই মধুমেহ রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। কাঁচা ফল, পাকা ফল মোচা থোড়, তেলাকুচা, আমলকী পলতা পটল বেগুন, পাল্কে, করলা ঝিঙ্গা, সজিনাডাটা দুগ্ধ ছানা ইত্যাদি সুপথ্য, অপথ্য সকল দ্রব্যের ভোজনে মেদ বৃদ্ধি হয়, মিষ্টান্ন নূতন চাউলের ভাত, দই, অধিক অম্ল, সিদ্ধ আলু কুমড়া গুরুপাক দ্রব্য দিবা নিদ্রা মলমূত্রের বেগধারণ অধিক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয়।

শ্বাসরোগের পথ্য :—শ্বাসরোগীর বায়ু যাহাতে সরল থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। আকণ্ঠ ভোজন করা উচিৎ নহে। রাত্রিকালে লঘু আহার করিতে হয়. পুরাতন চাউলের ভাত, জীবিত মৎস্য কোন ছাগ কুক্কুটের যুষ দিতে পারা যায় গরম জল পান, খেজুর, কিসমিস রাত্রে খৈ, সাগু পেশা সুজীর রুটি ইত্যাদি লঘু পথ্য হিসাবে দেওয়া যায়।

অপথ্য :—তামাক, বিড়ি সিগারেট, ধোয়া বেশীক্ষণ, দই, অধিক মিষ্টান্ন খাইতে নাই।

হৃদ্ রোগের পথ্য :—স্নিগ্ধ পুষ্টিকর অথচ লঘু, আহার হৃদ্‌রোগে ব্যবস্থা করিতে হয় যাহাতে পেটে বায়ু জন্মে এরূপ আহার ত্যাগ করিতে হয়, সাধারণত অজীর্ণ রোগের পথ্য পালনীয়। পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন জীবিত মৎস্যের ও মাংসের ঝোল, আস্ত আলু পটল কাচা কলা, কচি

বেগুন, মূলা, ঝিঙে, উচ্ছে, করলা ইত্যাদি তরকারী একবেলা দুগ্ধ সামান্য ঘৃত, আটা পর্যন্ত সুপথ্য।

অপথ্য :—গুরুপাক দ্রব্য টক কথার তিক্ত দ্রব্য অম্ল দ্রব্য পরিশ্রমজনক কাজকর্ম মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ অধিক গরমমশলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

প্রসব-বাধক রোগীর পথ্য :—প্রসবে রোগিণীর বেশী রক্তস্রাব হইলে কোন প্রকার চলাফেরা বন্ধ রাখিতে হইবে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইবে। দিনে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ ছোলার দাল-কচিমাংসের ঝোল, পটল, মসুর, খোড় মোচা কাচা কলা, সিদ্ধ করলা, কচিমূলা ইত্যাদি তরকারী : মেষ ছাগ প্রভৃতির মাংসের যুষ। অম্ল থাকিলে বৈয়ড় দাস্ত বাসি দুগ্ধ ইত্যাদি। স্নান সম্ভবমত।

অপথ্য :—ভ্রমণ, মৈথুন রৌদ্রসেবা অগ্নির তাপ দই সর্ষপ রসোন অম্লদ্রব্য বেশী লবণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

গর্ভিণীর পথ্য :—গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত। এই সময় আহার বিহার বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা না থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর ও গর্ভিণীর বিপদের আশঙ্কা থাকে। পুরাতন চাউলের ভাত যব গমের রুটী বা লুচী মুগ ছোলার দাল তাজা মৎস্য বা মাংসের ঝোল, পটল, ডুমুর, অল্প আলু বেগুন কাচা কলা মানকচু ইত্যাদি তরকারী সুমিষ্ট ফল কিসমিস পেস্তা, খেজুর, মুজীর পায়স মোহন ভোগ সন্দেশ রসগোল্লা। আমলকীর মোরব্বা দুগ্ধ দুগ্ধ মাখন ঘোল ইত্যাদি সুপথ্য। গর্ভাবস্থায় ডিম না খাওয়ার যে কুসংস্কার আছে তাহা ভুল।

অপথ্য :—আনারস খাইবে না আনারস গর্ভপাতক, ক্রোধ অত্যন্ত শোক পরিহার করিতে হইবে, অধিক পরিশ্রম মৈথুন ত্যাগ করিতে হইবে, উঁচু হইয়া বা কঠিন স্থানে বসিবেন বা উপবাস দিবে না।

প্রসূতির পথ্য :—প্রসবান্তে প্রথম তিন দিন দুগ্ধ বা দুগ্ধসাগু দিতে হয়। তিন দিন পরে সরু চাউলের ভাত সহজপাচ্য তরকারী, রাত্রে লুচী বা ছিড়া ঘৃতে ভাজিয়া খাইতে দিতে হয়। শুঠ পিপুল মরিচ সিদ্ধ জল পান করিবার যে ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা তাহা বাঞ্ছনীয়।

প্রসবের পর পুনরায় ঋতু না হওয়া পর্যন্ত কালকে সূতিকাকাল বলে। এইসময়ে আহার বিহার অনিয়মাচারে বায়ু কুপিত হইয়া নানা প্রকার শূল বেদনা উৎপন্ন করে এবং অঙ্গ কম্প শোথ অতিসার ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এই সময়ে বায়ুনাশক বলকর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এবং অজীর্ণ রোগের পথ্যাদির ব্যবস্থা বিশেষ অবলম্বনীয়

অপথ্য :—গুরুপাক দ্রব্য কঠিন পরিশ্রম তলপেটে আঘাত লাগিতে পারে এই প্রকার কাজ কর্ম নিষিদ্ধ অতএব প্রসূতির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে এই প্রকার যে সমস্ত পথ্যাপথ্য বিচারপূর্বক ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পথ্যাপথ্য বিষয়ে সর্বসাধারণ ভাবের নির্দেশ করা অতি কঠিন। তথাপি দেশভেদে, ঋতু ভেদে আত্মভেদে আভ্যাস ভেদে, প্রকৃতির অবস্থা ভেদে, কোন আহার বিহার রোগীর অনুকূল হইবে বা প্রতিকূল হইবে তাহা নির্দেশ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে সম্ভব নয়। নিজের বুদ্ধিবলে দেশকাল প্রকৃতি বিষয়ে বুদ্ধি ও দৃষ্টি রাখিয়া তৎকাল উপযোগী পথ্যাদির ব্যবস্থা করা সমিচীন। উপরোক্ত পথ্যবিধি নিদর্শনপূর্বক অবস্থানুসারে ব্যবস্থা নিরূপণ করা বাঞ্ছনীয়। অহিফেন পথ্যাদি বিশেষভাবে বর্জনীয়।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

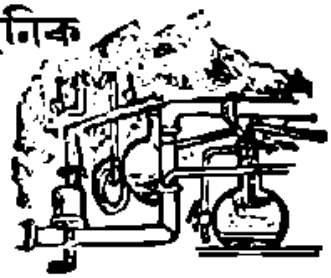

বাত রক্ত ও গলিত কোগ আরোগ্য

ত্বা ছাড়া পায়ে চাকা ঘা, অসাড়তা, আঙুলেবেকড়া, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিতক্ষত ও অন্যান্য চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ নিন এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত পুস্তক পাঠ করুন

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭২৩৫৯)

শাখা : ৩৬এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (ছবী সিনেমার পাশে)

আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিদ্যা নয়। ইহার আকার ৳ ক্রাউন। ইহাতে এককালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

সাদা পৃষ্ঠা :

প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা ৩০০৲ সাধারণ পৃষ্ঠা ৫০০৲

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা — ৪০০৲ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা বা অন্যান্য

তৃতীয় পৃষ্ঠা— ৪০০৲ প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ

চতুর্থপৃষ্ঠা – ৫০০৲ বিশেষ স্থানের হার ৩০০৲ বা তদূর্ধ

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে কথাবার্তা ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম দেয় এবং পত্রিকায়, বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা দিতে হইবে। ইহা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি-হিসাবে প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক
আয়ুর্বেদ-ভারতী

APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Quarterly Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its 26th year. Its page are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in fundamentals with other systems of Medicine are the core of its peculiarity and special trends of its utility and service to diseased humanity and not its weakness and sign of decadence. To support and subscribe this Journal is an imperative duty of all to preserve the science and culture of India and its great possibility.

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati
Office : 52, Mahatma Gandhi Rd,Cal-9.

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.
Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

C. K. SEN & CO. LTD.

JABAKUSUM HOUSE

34, Chittaranjan Avenue Calcutta-700012

"জবা কুসুম" এর নির্মাতা

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিঃ এর

প্রস্তুত বিখ্যাত ঔষধ --

* সুরবল্লী কষায়
* সিদ্ধ মকরধ্বজ
* যোগরাজ তৈল
* কস্তুরী কল্যাণ রসায়ন

The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Cal-9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন স্মৃতি সংখ্যা

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র

A Pointer : Integrated Syllabus -A suicidal step to ruin Ayurveda

আয়ুর্বেদ-ভারতী

The Ayurveda-Bharati, a multilinguol Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture.

Unstinted support for the Scientific value of Ayurveda

Dr. Rajendra Prasad, First President of India said :

"It is unscientific to say that the system of Ayurvedic Medicine is unscientific and should be discarded. In olden times when there was no Allopath, Vaids and akims diagnosed cases correctly and cured diseases. They had vast and accurate knowledge of the systems they practised."

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়

৫২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা— ২·০০ ২৮শ বর্ষ—শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ সংখ্যা, ১৩৯৩ বার্ষিক মূল্য—৮৲ টাকা মাত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পুণ্যশ্লোক কবিরাজ ৺ভক্তবিনোদ সেন (কবিতা)	শ্রীযশলাকুমার মজুমদার	২১
২।	সম্পাদকীয়	" "	২২
৩।	কবিরাজ ৺ভক্তবিনোদ সেন সম্বন্ধে সংস্কৃত পদ্যে স্মৃতিতর্পণ	কবিরাজ শ্রীযশলাকুমার মজুমদার	২৩
৪।	মহর্ষি চরক ও অন্যান্য সংহিতাকারগণ— আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫৫তম বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণ	কবিরাজ শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত	২৪
৫।	Ayurveda and its Alchemy— Their Role in Modern Times—Kaviraj Japesh Ch. Dasgupta		২৭
৬।	তন্ত্রশাস্ত্রের ষট্‌চক্রের সাধনা ও পীঠ রহস্য—কবিরাজ শ্রীযশলাকুমার মজুমদার		২৮
৭।	স্বনামধন্য কর্মযোগী, ও পুণ্যশ্লোক কবিরাজ পণ্ডিত ৺ভক্তবিনোদ সেন মহাশয়ের উদ্দেশে ভক্তি-শ্রদ্ধাঞ্জলি	কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেনশর্মা	৩২
৮।	খাটরাসা কবিরাজগণের সংগৃহীত ঔষধাবলী—কবিরাজ ৺নগেন্দ্রনাথ দাস শর্মা		৩৩
৯।	রস-ঔষধাদির ক্রিয়াকলাপ	চক্রপাণি	৩৪
১০।	আয়ুর্বেদ শিক্ষার অধঃপতনের কারণ	কবিরাজ শ্রীযশলাকুমার মজুমদার	৩৫
১১।	Abstract of Important Articles in Ayurveda-Bharati in 1393 B. S.		৩৭

Strong Disapproval of the Mixed Course of Ayurveda—

A Dangerous Weapon to destroy Ayurveda

Shree Morarji Desai, former Prime Minister of India Said :

"When I find Ayurvedic practitioners using injections and taking recourse to modern methods of diagnosis through X-ray and through blood examination, through other examinations and say this is modern method of making Ayurveda better, I feel very unhappy about it. I cannot use a stronger word. It is they who are real enemies of Ayurveda.

[Quoted from Shree Desai's inaugural address to a Conference of Indian System of Medicine on June 25, 1977 in New Delhi]

কবিরাজ ৺চন্দ্র কিশোর সেন স্মৃতি সংখ্যা

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক	শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ, ১৫৯৩	২৬শ বর্ষ
২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা	July Oct & Febry—1986,	XXVI, No. 2 3 4

পুণ্যকীর্তি কবিরাজ ৺চন্দ্র কিশোর সেন

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত দেশ যবে
পারে না চলিতে পথ-সন্ধেহে অধিগার নীরবে,
তুমিই জাগিলে দুঃসাহসী অজ্ঞানান্ধকার থেকে
পঙ্কজ যথা পঙ্ক হতে আয়ুর্বেদের আলোকে—
স্থাপিলে ঔষধালয়, নির্মিলে ঔষধাবলী কত,
বিদ্যালয় স্থাপনে ছাত্রগণে আয়ুর্বেদ সতত
শিক্ষা দিতে পীড়িতের সেবা আর রোগমুক্তি করে
গ্রামে গঞ্জে শহরে শহরে স্বাস্থ্যবার্ত্তা প্রচারিলে।
কী কৃচ্ছ্রসাধনায় মুদ্রিলে অমূল্য গ্রন্থরাজি
বেদসম্ভূত আয়ুর্বেদের রত্নভাণ্ডার বিসর্জি
আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিনিদ্র রজনী কত যাপিতে
অবহেলে চন্দনবৃক্ষ যেমন গন্ধ বিতরিতে
আপনারে করে বিসর্জন। তোমার স্মৃতিতর্পণে
ত্যাগের মহিমা যেন সঞ্চারে সবার পরাণে,
মন্দাকিনী ধারা আয়ুর্বেদের উচ্ছলে দেখে দেখে
আর আনন্দ তব আত্মার সুখেদুঃখে সদা প্রভাসে।

সম্পাদকীয়

বিরাট আয়ুর্বেদের চিকিৎসাধারা ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের, বিশেষত বৌদ্ধযুগের অভূতপূর্ব গবেষণার উৎকর্ষে তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিচিত্র নৈপুণ্য ও উন্নতিসাধন হয়েছিল তার স্বাক্ষর পরিদৃষ্ট হয় আত্রেয় ঋষির ছয় জন শিষ্যের তন্ত্রে, বিশেষত অগ্নিবেশতন্ত্রে যা মহর্ষি চরকৃত চরকসংহিতায়, আর ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের সুশ্রুত সংহিতায় প্রতিফলিত। এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে কত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানী ও পরিকৃৎ ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন তার হিসাব রাখা হয়নি। বিশাল দেশের সর্বস্থানে কত পুঁথি গ্রন্থ, বিশেষত বিভিন্ন বিদ্যাবস্তাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের গৃহে সঞ্চিত আছে এবং রসশাস্ত্রের শত শত গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত ও অপঠিত রয়ে গেছে তার গবেষণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বঙ্গভূমি আয়ুর্বেদের গবেষণা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পীঠস্থান। এখানে কত বড় বড় আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক কি কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ইহারা শুধু চিকিৎসক নয়, ইহাদের মধ্যে অনেকে গ্রন্থপ্রণেতা ও টীকাকার আছেন। এ টীকা শ্লোকের অর্থ নয়, ইহাকে উৎকৃষ্ট গবেষণার নিদর্শন বলা যেতে পারে। যাদের প্রণীত গ্রন্থ আছে তাদের পরিচয় সহজে পাওয়া যায় কিন্তু কত শত কবিরাজ গ্রামে গ্রামে দেখেছি তাদের খবর কে রাখে। কলিকাতায় যত সুচিকিৎসক ও গবেষক দেখেছি তাদের এখন কে মনে করে। ভারতের বিশিষ্ট চিকিৎসা ধারা আয়ুর্বেদ। এখনও বিদেশীরা আয়ুর্বেদের রত্নভাণ্ডারে কি আছে জানতে চায়। তারা যা গ্রহণ করেন তাকে তাদের বিজ্ঞানের রীতিতে পরিবেশিত করেন। আর আমাদের দেশের আয়ুর্বেদ শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন আয়ুর্বেদবিরোধী হয়েছে।

সেদিনও কলিকাতায় দেখেছি কত নামকরা কবিরাজ যথা—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, নিশি সেন, রাজেন্দ্র সেন, কৈলাশ সেন, বারানসী কবিরাজ, শ্যামাদাস, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, যামিনী রায়, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, হারাণ চক্রবর্তী, ললিত কবিরাজ, বরদীবর শাস্ত্রী, শচীন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মাধব তর্কতীর্থ, পার্বতী রায় রাখাল সেন, ক্ষীর সেন, দুর্লভ সেন, যোগীন্দ্র নাথ সেন, খোকাল মজুমদার, দুর্গাপ্রসন্ন কর গুপ্ত যোগেন্দ্র ষড়দর্শনতীর্থ, রামচন্দ্র মল্লিক, মথুর নাথ সেন, প্রভৃতি। এদের পূর্বে ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাধর রায় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, রাজেন্দ্র নারায়ণ, পরেশ নাথ, মাধব কর, বিজয় রক্ষিত, চক্রপাণি দত্ত, শিবদাস সেন, সুবীর, বৃন্দ কুণ্ডু, গঙ্গা নাথ প্রভৃতি।

সুদীর্ঘকালের মধ্যে মধ্যে এক একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নয়নও ব্যবহারিক চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন এবং তারাই নব নব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তাদের মধ্যে কবিরাজ শশিশেখর কিশোর

সেনও একজন অদ্ভুত কর্মবীর ছিলেন। তিনি তার সময়ে ম্রিয়মান আয়ুর্বেদের প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। কালীঘাটে প্রথম ৮৭৮ খৃঃ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করেন। তিনি অতীতের আয়ুর্বেদকে লোককল্যাণে আবার ফল-প্রসূ করে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও কৃতকার্যতা লাভ করেন। এখানে তার কর্মাবলী। সুযোগের অভাব দেখে ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে ঔষধালয় স্থানান্তরিত করেন ১৮৯৮খৃঃ। সেখানে আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং আগরপাড়ারত্নেষজোদ্যান স্থাপন করেন যাতে ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণ গাছগাছড়া সহজে পেতে পারেন। বহির্বিভাগে রোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন—বছরে প্রায় ২ লক্ষ রোগী চিকিৎসিত হত। সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদের গ্রন্থরাজি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন তার দুই পুত্র কবিরাজ দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্র নাথ সেন এবং পুরাতন পুঁথি, তালপাতার পুঁথি প্রভৃতি উদ্ধার করবার জন্য পণ্ডিত কবিরাজ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিয়োগ করেন। তার বহুমুখী প্রতিভা আয়ুর্বেদের সর্বদিকে উন্নতিসাধনের ফলে ভারতে আয়ুর্বেদের নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে আয়ুর্বেদের সুচিকিৎসক, সংগঠক, দাতা ও বিজ্ঞানী। তার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক প্রণতি প্রদর্শন কচ্ছি যাতে করে তার আদর্শের অনুকরণে আবার আয়ুর্বেদের নবজাগরণ সম্ভব হয় এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের প্রতি সকলে আকৃষ্ট হয়।

পুণ্যশ্লোক কবিরাজ ৺চন্দ্র কিশোর সেনের স্মৃতিতর্পণ

শ্রী শ্চিরং পর মাস্ত তে।

পূজ্যাহ চন্দ্রকিশোর সুকৃতি স্মৃতিতর্পণম্।

বিধোঽধুনা নিখিলস্য বিশ্বস্যায়ুর্বেদস্য হে।
অমর্ত্য-নামক-চন্দ্রকিশোর তা নমোঽস্তুসি॥
নবোত্তর-শতাৎ পূর্বং তরুণো দেবজালয়ম্।
ভিষক্ কালীঘাটেঽকার্ষী বিস্ময়করং নবম্॥
সোৎসাহঃ প্রাজ্ঞো ধীরস্তমুদয়ং তস্য চিন্তয়ন্।
ক্রমেণ ব্যদধা স্তত্ত্বং যদূর্জমদ্ভুতং ভুবম্॥
আয়ুর্বেদসেবকানাদর্শস্ত্বং মহামতে।
অমোঘরোঽখিলং লোকং বিভূতিং দর্শয়ন্ গুরোঃ॥
বর্ষং বায়ুনাশকানাং ভবাকুসুম-সন্নিভম্।
তৈলমাবিরকার্ষী র্ভো বিশ্ববিস্ময়কারণম্॥
মহান্তং বিদ্যালয়ং ত্বম্ আয়ুর্বেদিদাং বর।
কৃতবান্ ছাত্র যত্রাসন্ নস্তাহারা অবেতনাঃ॥
আরোগ্যশালামকার্ষীরায়ুর্বেদ-প্রদর্শনীম্।
বিশুদ্ধ ভেষজার্থায় মহাভেষজ ক্ষেত্রকম্।
কলিকাতাস্থিতে চৈব পুত্র পৌত্রৈঃ সহাত্মবান্।
সর্বেঽত্রসুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ॥

সর্বে তত্রাপি পশ্যন্তু মা কচিৎ দুঃখভাগ্ভবেৎ।
আয়ুর্বেদস্তাবশ্যোঽয়ং সর্ব সুখাভিলক্ষতঃ॥

গৃহীত স্বয়া হে বিদ্বন্ পুত্রপৌত্র দিভিঃসহ।
হে সুধী ভৈষজালয়ে তবাদ্যাগণা প্রার্থনম্।
ভেষজার্থং সুচয়তি বিশ্ববরেণ্যতাং তব।
আদর্শো মহান্ এষ তে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদৈর্মহঃ॥

মঙ্গলার্থং প্রগৃহ্ণেত নূনং বিশ্বেঽস্য মনিষৈঃ।
ইত্যায়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদঃ প্রতিষ্ঠাতৃৎ॥
রাজবৈদ্য কবিরাজ মজুমদারূপনামো গু।

সভাপতেঃ শ্রীযুগলাকুমারস্য পূর্বৈষা তে।
অষ্টি-বসু-রস-খ্রী-ঘ-পৃষ্ঠাঙ্ক-তুর্য মসকে।
প্রথম দিবসে বারে চন্দ্রস্য সুতস্য চ।
সমস্ত তব সন্ততম্॥

---

* বিগত ১৭ই চৈত্র, ১৩৯০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫৫তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুগলাকুমার মজুমদার কর্তৃক বিশ্রুতকীর্তি কবিরাজ ৺চন্দ্র কিশোর সেনের স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষে ইহা প্রদত্ত হয়। —প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক আয়ুর্বেদ-ভারতী।

মহর্ষি চরক ও অন্যান্য সংহিতাকারগণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে
১৭ই চৈত্র, ১৩৯০ অনুষ্ঠিত ৩-দিনব্যাপী ৫৫তম
বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে
সভাপতির অভিভাষণ

কবিরাজ শ্রীযুগেশ দাশগুপ্ত, বৈদ্যশিরোমণি, ভিষগরত্ন

ভিষক্‌প্রবর মহামতি চরক, মহারাজ কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। কনিষ্ক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর লোক এবং তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। চরক সংহিতায় দেখা যায় যে, বহ্লীক দেশীয় ভিষকরা এবং আত্রেয় ও পুনর্বসু প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ভিষক্ পরিষদ সভায় সমবেত হইতেন। ইহা এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, আত্রেয় ও পুনর্বসু প্রভৃতি চিকিৎসকেরা যেখানে বাস করিতেন তাহা তক্ষশিলার নিকটবর্তী কোন স্থান যেখানে তাহাদের এই চিকিৎসা পরিষদের আলোচনা সভা হইত।

অগ্নিবেশ লিখিত তন্ত্র প্রতিসংস্কার করিয়া তাহার পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই অগ্নিবেশ সংহিতা একাদশ শতাব্দীতে চক্রপাণির সময় পর্যন্ত পাওয়া যাইত। চিকিৎসাস্থানের শেষ ১৭টি অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান কাশ্মীরদেশীয় ভিষক্ দৃঢ়বল নবম শতাব্দীতে আপূরণ করেন। দৃঢ়বল যে কেবল মাত্র ঐ গ্রন্থের আপূরণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে তিনি ঐ গ্রন্থের বহু স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রোগাধ্যায়ের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি চরকের রচনায় পাওয়া যায় যে, অত্রিরা প্রভৃতি ঋষিরা ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁহার নিকটে হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধ, জ্ঞানাত্মক ত্রিস্কন্ধ শিক্ষা করেন। অন্যান্য ঋষিরাও ভরদ্বাজের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজের নিকট হইতে আত্রেয় ও পুনর্বসু এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অগ্নিবেশ ভেল জতুকর্ণ পরাশর হারীত ও ক্ষারপাণি এই ছয়জন শিষ্যকে ইহা শিক্ষা দেন এবং তাহারা নিজ নিজ নামে এক একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহর্ষি চরক আত্রেয় সম্প্রদায়ের লোক। চরক প্রধানতঃ কায়চিকিৎসক ছিলেন। তথাপি ঐ গ্রন্থের অনেক স্থানে তিনি শল্যসাধ্য ব্যাধির আলোচনা করিয়াছেন। অতএব মনে হয় ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ছাড়া আত্রেয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও শাস্ত্রোপচারের পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

মহর্ষি চরক ও মহর্ষি সুশ্রুতের গ্রন্থে আরও দেখা যায় যে মলদ্বার দিয়া প্রয়োগের জন্য নানা জাতীয় বস্তির বিধান দেওয়া আছে। ঐ সকল স্নেহজ ঔষধ বস্তিদ্বারে নানাবিধ সঙ্কীর্ণ নলের সাহায্যে মলদ্বার দিয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোক ও পুরুষের মূত্রদ্বারের নানা প্রকার ব্যাধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের বস্তি প্রয়োগের (Catheter) ব্যবস্থা ছিল। তাহারা হইল ভরদ্বাজ দিবোদাস সমগ্র আয়ুর্বেদশাস্ত্র আরম্ভ করিয়া যে দুইজন ঋষি পৃথিবীতে দুইভাগে এই চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রচার করেন—ইন্দ্রের নিকট হইতে ভগবান ভরদ্বাজ কায়চিকিৎসা প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। তাঁহার শিষ্য পুনর্বসু, চন্দ্রভাগী, আত্রেয় অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণ এই বিভাগের অগ্নিবেশ তন্ত্র ভেল সংহিতা হারীত সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নিজ নিজ নামে প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে সংহিতা অবলম্বন করিয়া বাগ্‌ভট শার্ঙ্গধর, ভাবমিশ্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থ পরিপূর্ণাঙ্গ আয়ুর্বেদের সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন এবং মাধব, বৃন্দমাধব, চক্রপাণি প্রভৃতি আয়ুর্বেদের এক একটি অঙ্গ অবলম্বন করিয়া নিদান, চিকিৎসা, পরিভাষা নির্ঘণ্টু প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আর কায়চিকিৎসার আর একটি অঙ্গ রসশাস্ত্র সম্বন্ধে রসশাস্ত্রবিদ্ নাগার্জুন দত্তাত্রেয়, অনন্তদেব, সদানন্দ, যশোধর, শালিনাথ, চন্দ্রসেন, লঙ্কেশ, মত্ত, মাণ্ডব্য প্রভৃতি চিকিৎসকেরা অনেক রসচিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রসশাস্ত্রে নাগার্জুনেরও প্রভূত অবদান আছে। তবে আমরা তিনজন নাগার্জুনের পরিচয় পাই। প্রথম শূন্যবাদী খৃঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। দ্বিতীয় নাগার্জুন বৃন্দ সিদ্ধযোগে যে নাগার্জুনের কথার উল্লেখ আছে, তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন। তৃতীয় নাগার্জুন নবম শতাব্দীর সম্ভবতঃ কক্ষপুট তন্ত্রের লেখক ছিলেন গুর্জ্জরের রাসায়নিক নাগার্জুন। এই তৃতীয় নাগার্জুন আর দ্বিতীয় নাগার্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। অষ্টম কি নবম শতাব্দী ঐ সময় হইতেই বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ চর্চার প্রসার আরম্ভ হইতে থাকে। বিজয় রক্ষিতের পূর্বেও যে বহু আয়ুর্বেদের গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন ও তাহারা অনেকেই যে চরকের উপর টীকা ও অন্য গ্রন্থ সকল লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহার পরিচয় বা প্রমাণ আমরা বিজয় রক্ষিতের টীকার মধ্যে পাই। দ্বিতীয় বিভাগের অর্থাৎ মধ্য

প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি। তাঁহার ঔরভ্রবর, পৌষ্কলাবত, বৈতরণ, সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যগণ নিজ নিজ নামে শল্যতন্ত্রের পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে একমাত্র সুশ্রুত সংহিতাই বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

ভরদ্বাজ, হেমাদ্রি, চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত শ্রীকণ্ঠ দত্ত, ইন্দুকর প্রভৃতি টীকাকারগণ, ভোজ, ডাল্লুকি অগস্ত্য, গোপুর রক্ষিত প্রভৃতি শালাক্যতন্ত্রকারগণের বচন প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—সে সময় শল্যশালাক্যতন্ত্রের গ্রন্থ সুলভ না হইলেও কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। আয়ুর্বেদ একটি দৃষ্টফলশাস্ত্র। আপ্তোপদেশের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা তাহা পরিবর্ধিত করিয়া না লইতে পারিলে আয়ুর্বেদকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

মহর্ষি চরক নিজে সহজ আপ্তবাক্যছাড়া, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। অনেকগুলি অনুমানকে একত্র করিয়া একটি স্বতন্ত্র অনুমান সৃষ্টি করার নামই যুক্তি। চরক বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য শরীরে কতকগুলি স্বাভাবিক জীবাণু আছে, তাহাছাড়া আরও বিশেষ প্রকার জীবাণুর কথাও বলা হইয়াছে। ইহারা নানা জাতীয় ঈহা ছাড়া পুরীষজাত ও ঘর্ম প্রভৃতি শরীর মলস্থিত, শ্লেষ্ম স্থিত ও শোণিতস্থিত। এই প্রকার চারিভাগেও অনেক জীবাণুর বিভাগ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত ক্রিমির সেই ব্যাধির সহিত কারণোপপত্তিও চরক স্বীকার করিয়াছেন। তবে ক্রিমির নিরূপণ হইলেই যে রোগের বিনাশ সাধন সহজ হয় তাহাও নহে, ঐ রোগের সঙ্গে বায়ু পিত্ত ও কফাদির কারণ থাকিতে পারা অসম্ভব নহে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় একটি বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক রোগীর বিশেষ ব্যক্তিগত অবস্থা, প্রকৃতি, দেশ, কাল, ঋতু, আহার বিহার, পিতৃপুরুষের ইতিহাস স্বভাব ও রোগের তৎতৎ প্রকৃতিক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং রোগের সাধারণ লক্ষণ এই সমস্তগুলিকে একত্র করিয়া প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সঙ্গে দেশ, ঋতু প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করা প্রয়োজন। আর তাহাই যুক্তিচিকিৎসা।

সমস্ত দিক হইতে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন লক্ষণের কি তাৎপর্য তাহা যথাযথ নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তবে চিকিৎসককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অনুভব এবং যুক্তির দ্বারা যিনি রোগীর রোগমুক্তির প্রত্যক্ষ করিতে না পারেন, তিনি চিকিৎসা করিবার অধিকারী নহেন। মহর্ষি চরক তিন জাতীয় ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—প্রাণীজ, উদ্ভিজ্জ ও পার্থিব ঔষধের মধ্যে তিনি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, লৌহ, হরীতাল, মনোশিল, গৈরিক ও নানাবিধ রত্ন ও মণিধাতুকোর উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধিতে মানবদেহে ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং বায়ু, পিত্ত ও কফাদির ধাতু বৈষম্য প্রযুক্ত শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হয়ে। একথাও মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহার কারণ তিনপ্রকার বায়ু পিত্ত ও কফ। আয়ুর্বেদের চিকিৎসায় যারা মাতা পিতা সন্তান

ও বহুজনের বিকার প্রশমনের জন্য লোকে চেষ্টা করে এবং আয়ুর্বেদোক্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্র যখন লোকে অনুধ্যান করে ও লোককে শিক্ষা দেয়, তাহাতেই আয়ুর্বেদের পরম সার্থকতা ও পরম ধর্ম। চরকের মতে শরীর ও মন উভয় লইয়াই জীব। বায়ু, পিত্ত ও কফের দ্বারা কেবল যে শরীরের কার্য সম্পন্ন হয় তাহা নহে, ইহাদের দ্বারা মানুষ বহুবিধ কার্যও নিষ্পন্ন করে। প্রত্যেক শরীরে বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোন না কোন কোষের ধ্বংস হইতেছে; এবং কোন না কোন কোষের উৎপত্তি হইতেছে আর নিরন্তর এই ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা হইতেই সর্বদা শরীরের মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে। আর বায়ু, পিত্ত ও কফ সমতা রক্ষা করিতে পারে না, তখনই বৈষম্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে দেহ প্রতিনিয়ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উপনীত হইতে বাধ্য হয়। দেহের এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণতি। আর এই পরিণতিকে রোধ করার জন্য প্রয়োজন হয় সুচিকিৎসার। চিকিৎসকের প্রচেষ্টা হইবে বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও কফকে প্রকৃতিস্থ করা এবং প্রকৃতিস্থ ভাবে অবস্থান করিলে তাহারা যাহাতে বিকৃত না হয় তাহার উপায় নির্ধারণ ঔষধ নির্ণয় করা যায় তাহাই আয়ুর্বেদের বিধান।

পরিশেষে মহর্ষি চরকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে ও সমবেত সুধীজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার এই স্বল্প দীর্ঘ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করছি।

Ayurveda and Its Alchemy—Their Role in Modern Times.

Vaidyasiromani Kaviraj Japesh Dasgupta Visaigratna,

(Continued from Baishakh Number, 1393 B. S.)

The preparation of Makaradhwaja is as follows: About 8 tolas (approx 80 gm) of purified sulphur and about 8 tolas (approx 80 gm) of purified mercury and 1 tola (approx 10 gm) of gold in finely powdered form are mixed well and placed in a large glass flask. The outer body of the flask is coated with a layer of mud and cowdung and its mouth closed tightly with a cork of chalk, and made airtight. The whole flask is next placed in a large earthenware vessel with a hole at the bottom and the intervening space between the flask and the vessel is filled up with sand. The whole set-up is then heated in a fire made of wood, the flames being adjusted in such a manner

that the fire becomes constant and uniform heating on all sides. After a fixed time when the mouth bursts open the whole mixture in the flask is stirred well with an iron stirrer. Heating should be continued for 12 hours or longer. The redhot colour Makaradhwaja can be used with benefit with different vehicles irrespective of age and even during Pregnancy in all seasons of the year. It is taken with tulsi leaf juice, betel leaf juice or ginger juice and honey in all types of cold, cough, congestion, fever, headache and nervous prostration. With betel leaf juice and honey in rheumatic infection, with rice water and honey in nervous debility, weakess, dysentery and menstrual irregularity. In nervous debility and during convalescence, it is taken with a little butter and sugarcandy. Makaradhwaja if taken with triphala water and sugarcandy gives wonderful results in general weakness and constipation. It is taken with Arjuna bark powder and honey in heart diseases and with thankuni leaf juice or dried bael decoction and a little honey or sugarcandy in diarrhoea and dysentery. Lastly in cases of Hemoptysis, Makardhwaja is advised to be taken with Ayapan and honey and in blood dysentery with kurchi bark decoction and honey. The doses in each case varies, but generally it is ½ Rati (14 kutch) for adults and half of the dose for children.

Our aim in discussing about the contributions of Indian System of Medicine to the modern scientific world is neither to overestimate nor to under-estimate it, but to make an objective assessment of it. We must remember that there is infinite scope of research on the different branches of Ayurveda in Ayurvedic lines. Whether we accept Ayurveda in all its details or not, we can make bold to say that even modern physicians will be amply benefitted by a thorough study of Ayurveda.

তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্রের সাধনা ও লীলা রহস্য

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীবনলাকুমার মজুমদার, এম-এ

(১৩৮৯ বৈশাখ সংখ্যার পরবর্তী শেষাংশ)

কুণ্ডলিনী যোগ

এস্থলে চক্রের কথাই বলা হচ্ছে। মানব দেহের কোন কোন স্থানে এমন সব পদার্থ আছে যাহা জাগ্রত হলে অদ্ভুত ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়—এই মানসিক চেতনার স্থানই তন্ত্রশাস্ত্রের চক্র বলে অভিহিত। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময়কর ক্রিয়াশীলতা আছে যা নিদ্রিত কিন্তু সাধনার দ্বারা জাগ্রত হয়। সহস্র সহস্র বৎসরে এত সুপ্ত স্নায়ুগুলি ক্রমবিকাশের পথে যাবে। বস্তুতঃ চক্রপ্রকাশের ইতিহাস সাধনপুষ্ট ও সময়

না পেলে ইহা সাধনার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। ইহার একটি সত্য বিজ্ঞানকেন্দ্র। ছয়টি চক্র আছে দেহে যাহা মস্তিষ্কের সুপ্ত শক্তির সহিত বিধৃত। বহুবর্ষের সাধনার ফলে তার সহিত কুণ্ডলিনী ও চক্রের সংযোগে বিচিত্র প্রকাশের স্রোত প্রবাহিত হয়।

প্রত্যেক চক্রই বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত এবং বিশেষ কোন সূত্রে মস্তিষ্কের সহিত তার সম্বন্ধ আছে যাহা সাধনার পথে জাগ্রত হয়।

প্রথম চক্র মূলাধার চক্র পুরুষ বেতের coccygeal অঞ্চলে অবস্থিত, স্ত্রীদেহে উহা জরায়ুর নিম্নতম স্থানে অবস্থিত। উভয় স্থানেই গ্রন্থির আকারে আছে। উহা শক্তির স্থান, নিম্নে পশু-স্তরের উপরে মানবোচিত শক্তির সূচনা—এই মূলাধার চক্রে। মূলাধার চক্রের নীচে গোড়ালি পর্যন্ত অন্যান্য চক্র আছে সেগুলি মানব ও পশু-সুলভ শক্তির কেন্দ্র—বাসনা ও স্বাভাবিক অনুভূতির কেন্দ্র। মূলাধার চক্র হতে উপরে যত চক্র আছে তাহা মানুষের ক্রমবিকাশ জ্ঞানের দীপ্তি এবং অভিমানবতা। এখানেই অপান বায়ুর স্থান—যৌন প্রবৃত্তির ইন্ধন।

মূলাধারের উপরে স্বাধিষ্ঠান spinal cord এবং মূলে অজ্ঞাত শক্তির আধার। তার উপরে মনিপুর চক্র বা solar plexus পরিপাক যন্ত্রের সামগ্রিক প্রশাসন—পরিপাকের শক্তি, বলতে কি, দেহের তাপমাত্রা রক্ষা করে। ইহার অবস্থিতি নাভির সন্নিকট।

ইহার পরের চক্র হৃদয়ের পশ্চাতে অবস্থিত মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রাচীরে অবস্থিত। এই চতুর্থ চক্রের নাম অনাহত শ্বাসপুঞ্জের বিধৃতি। ইহা হৃদয় ফুসফুস diaphragm এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঐ স্থানের প্রকৃতির প্রভাব বিস্তার করে।

ইহার উপরে spinal cord এবং মস্তিষ্কের নিম্নভূমি সেখানে সংযুক্ত হয়েছে তাকে বিশুদ্ধি চক্র বলে ইহা গলগ্রন্থি তালু নাক নিষ্পত্তির ব্যাপার।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং spinal cordএর উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং অন্যান্য চক্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রায় সকল রকমের ব্যবহারের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তার নাম আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্র সমস্ত মাংসপেশী এবং যৌনপ্রবৃত্তির পরিচালনা করে। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুসারে ইহা মানুষের সকল কাজের উপর, এমন কি জীবনে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বাসনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। চক্রগুলি মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রের সহিত যথাযথভাবে আনা নেওয়া হয় নাড়ী বিশেষের সাহায্যে তাকে স্নায়ু বলা যায় না।

নাড়ীসমূহ

চক্রগুলির সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ নাড়ীর সাহায্যে হয়ে থাকে। এই সংখ্যা তন্ত্রমতে ৭২০০০। ইহাদের মধ্য দিয়ে প্রাণবায়ু কাজ করে দেহের বিভিন্ন অংশের সহিত। তন্ত্র এবং কুণ্ডলিনী যোগ অনুসারে চৈতন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে এই নাড়ীর সাহায্যে। চৈতন্য জীবনীশক্তি এবং প্রত্যেক প্রকারের শক্তি প্রাণ বায়ুর সহায়তায় সর্বশরীরে বিস্তৃত হয়। এই ৭২০০০ নাড়ীর মধ্যে দশটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই দশটির মধ্যে তিনটি বিশেষ দরকারী। এই তিনটি খুব পরিচিত সকলের কাছে। ইহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না।

ইড়া সমস্ত মানসিক চিন্তাধারা, পিঙ্গলা সমস্ত জীবনীয় শক্তিসঞ্চারী ও শরীর নীতিসমূহ প্রভাবিত করে। প্রাণবায়ু কার্যকলাপ প্রভাবিত করে

পিঙ্গলা আর মানসিক চিন্তাধারা প্রভাবিত করে ইড়া। ইড়াকে বলে চন্দ্র আর পিঙ্গলাকে বলে সূর্য অর্থাৎ চন্দ্র মানসিক চিন্তাধারা প্রভাবিত করে আর সূর্য প্রাণময় ধারা প্রভাবিত করে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে একটি নাড়ী প্রবাহিত আছে তাহার নাম সুষুম্না। মেডিক্যাল শাস্ত্রে ইহাকে 'ক্যানালিস সেন্ট্রালিস' বলে। এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্নাকে স্বর্গীয় অতিমানবীয় ও অতিমানসিক চিন্তাধারার বাহক বলে।

সমস্ত চক্রসহস্র উন্মোচনে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উদ্বোধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই তিন নাড়ীর সাধনা ও পরিশুদ্ধতা না থাকলে চক্রের ও কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন হয় না। সুষুম্নার জাগরণ হওয়া একান্তভাবে দরকার। প্রাণশক্তি তা হলে জাগ্রত হয়। যখন এই সুষুম্নার সাহায্যে উচ্চ ও নিম্ন কেন্দ্রের জ্ঞান পরিস্ফুট হয় তখন কুণ্ডলিনীও সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয়, তখন ইড়া বামে ও পিঙ্গলা দক্ষিণে এদের মধ্যকলে spinal cord এর মধ্যে সুষুম্না জাগ্রত হয়। ইড়া ও পিঙ্গলা মূলাধার হতে সুচিত হয়। তারা স্বাধিষ্ঠান চক্রে কাটাকাটি করে অর্থাৎ ইড়া বামদিক হতে দক্ষিণে আসে, আর পিঙ্গলা দক্ষিণ দিক হতে বামদিকে আসে এবং মণিপুর চক্রে সম্মিলিত হয়। প্রতি চক্রের কাছে এই দুইটি নাড়ী একদিক হতে অন্য পার্শ্বে যায় এবং পরিশেষে ইহারা আজ্ঞাচক্রে মিলিত হয়।

যখন পিঙ্গলা নাড়ীর উদ্বোধন হয় তখন মানুষের প্রাণধরতা জাগে এবং তার মধ্যে মানসিক শক্তির প্রকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু ইড়ার জাগরণ হয় তখন মানসিক চিন্তা বা কল্পনা আসে হয়। এই দুইটি নাড়ীর উদ্বোধন হলে সুষুম্নার জাগরণ হয় এবং সকল চক্র জাগ্রত হয়। যখন চক্রগুলির উদ্বোধন হয় তখন মানুষের সকল মানসিক বৃত্তির উন্মেষ হয়—অতিমানবতা, অতিমানসিকতা, কল্পনা ও চিন্তাভূমি জাগ্রত হয়।

কিন্তু চক্রসমূহকে জাগ্রত করবার নানা উপায় আছে—এক যোগ। অন্যটি তান্ত্রিকপন্থা। তান্ত্রিক পন্থাই সহজ ও অল্পকালে সম্পন্ন হয়। তবে গুরুর সাহায্য দরকার এবং যন্ত্র, মন্ত্র ও মণ্ডল প্রয়োজন। শক্তির পূজা করতে হয়। যৌগিক প্রথায় বা যোগপথে চক্রের উদ্বোধন হতে পারে। তার জন্য যম, আসন ও নিয়ম প্রয়োজন। সুষুম্নার জাগরণে সমস্ত চক্রের জাগরণ বা উদ্বোধন হয়। দু' একটি চক্রের জাগরণে সমস্ত মানবতার জাগরণ হয় না। সুষুম্নার উদ্বোধনে সমস্ত শক্তির জাগরণ সম্ভব।

সাধনার পথ

যৌগিক প্রথার দুটি পথ আছে—প্রথমটি অর্থাৎ জন্মের সঙ্গেই যার সুষুম্না বা ইড়া বা পিঙ্গলা জাগ্রত সেখানে আর তান্ত্রিক বা যৌগিক প্রথা দরকার হয় না। অবশ্য সাধনার দ্বারা মানুষের চিন্তাধারা অতিমানবিক অতি মানসিক হতে পারে, তাহাকে অবিতুল্য লোক বলা হয়—তাহাকে অবতার কি ঈশ্বরের পুত্র। দ্বিতীয় পন্থা মন্ত্রসাধনা এক শতবার, পঞ্চাশবার বা হাজার বার নাম জপ করার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের সকল কোষ করতে হয়।

তৃতীয় পন্থা হল তপস্যা। দৈনিক চিন্তা বা মানসিক একনিষ্ঠ চিন্তা দ্বারা যাকে চিন্তা সুদৃঢ় করা এবং ভগবৎ চিন্তা এবং ভগবৎ চিন্তার উপর সমস্ত

শক্তি আরোপ করা। কিন্তু তা বলে কতকগুলি অদ্ভুত সাধনার আচরণ করা নয়" যেমন গলাজলে দাড়িয়ে থাকা কি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি।

চতুর্থ পন্থা হল ওষধির সাহায্যে মানসিক চিন্তাধারার উন্নয়ন। ইহাও চিকিৎসক গুরুর দ্বারা নির্ধারিত হওয়া দরকার। তা না হলে পাগলের হাসপাতালে যেতে হতে পারে। সুতরাং এই পথ বড় বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর।

পঞ্চম পন্থা হল সমাধি। মানসিক চিন্তাধারার এত তীব্রতা যে জাগতিক কোন চিন্তা স্থান পায় না। সুতরাং একনিষ্ঠ চিন্তা ধ্যান ধারণা ও সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে বা আশ্রমের নিভৃত স্থানে একমবাদ্বিতীয়ম্, এইরূপ ধ্যানমগ্নতা দ্বারা মানুষের চিত্তবৃত্তির নিরোধ এমন হয় যে, চিন্তা সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কিছু মনের আকাশে আসতে পারে না।

ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রথম মনঃসংযোগ পরে ধ্যান ও অন্তর্যোগ (communion)। এই রীতি একটির পর একটি আসে এবং ইহাকে 'সমাধি' বলে। এই সমাধির দ্বারা দিয়ে সমস্ত জাগ্রত করা যায়।

যোগী হওয়া

ইচ্ছা করলেই যোগী হওয়া যায় না। উহার জন্য প্রকৃতি প্রয়োজন। প্রকৃতি থাকলেও যোগী সৃষ্টি করা যায় না। অতি মানসিক বা ঐশ্বরিক শক্তি সকলের মধ্যে নেমে আসে না। উহার জন্য সমস্ত তন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করতে হয় এই বস্তুতান্ত্রিক দেহের অনুপরমাণু, জীবাত্মা এবং মানসিক অনুধ্যানও করতে হয় যাতে সমস্ত মনোবৃত্তির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব হয় না।

মন্ত্রদান

মন্ত্র দানের কর্তা হল গুরু। মন্ত্রের সাধনা নির্ভর করে শিষ্যের উপর। যেমন মাটি ভাল হলে বীজ হতে অঙ্কুর বাহির হয়ে সুপুষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয় তেমন শিষ্যের চিত্তবৃত্তি যদি উচ্চ স্তরের হয় তবে মন্ত্রের জোরে সাধনমার্গের শীর্ষে উঠা যায়, তা না হলে মরুভূমির শীর্ষিত বৃক্ষের মত শিষ্য ও সীর্ষিত সাধনার স্তরে পড়ে থাকে।

তপস্যা

তপস্যা হল ভগবদ্ সান্নিধ্য লাভের জন্য মনঃসংযোগ করা। এই মনঃসংযোগ করার জন্য খুব নৈষ্ঠিক জীবন যাপন, মানসিক অনুভূতির একনিষ্ঠতা, সাদাসিধে জীবন যাপন—আধ্যাত্মিক সাধন পথে সর্বদা মনোনিবেশ এবং বিষয় চিন্তা ত্যাগ করে সাধু জীবনানুভূতিনিষ্ঠা সাধন করা। ঠিকপথে না চললে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

সহস্রার

যখন সুষুম্না জাগ্রত হয় এবং চক্রসমূহ ক্রিয়াশীল হয় তখন তাদের চেয়েও উচ্চ স্তরের শক্তির সর্বানুভূতির কেন্দ্র সহস্রার জাগ্রত হয়। সহস্রারের আপরূপ মানে (ইংরাজিতে Pituitay body) শিবসভী গ্রন্থির স্মরণ। তন্ত্রে ইহাকে একটি রক্তপদ্মস্বরূপ বলা হয়েছে। সেই রক্তপদ্মের স্মরণের জন্যই ষটচক্রের সাধনা প্রয়োজন।

সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রারে প্রবেশই তুরীয়াতীত ভূমি চেতনার অনন্ত পারাবার। চেতনার এই অনন্ত পরাবারে চেতনার এই পরমোর্ধ্বস্থানে বিজ্ঞানঘন চেতনার আধার যোগশাস্ত্রোক্ত কৈলাস পর্বত অবস্থিত। এই কলুষমুক্ত বিজ্ঞানঘন দিব্য চেতনাই পরমেশ্বর বা পরমাশক্তির অধিষ্ঠানভূমি যে গহনে আরোগ্য হতে উদ্ভূত।

পরমহংস সত্যানন্দ সরস্বতী প্রণীত Tantra of Kundalim Joga.

স্বনামধন্য কর্ম্মযোগী, পুণ্যশ্লোক

কবিরাজ পণ্ডিত ৺চন্দ্রকিশোর সেন

মহাশয়ের উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন শর্ম্মা, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

কবিকেশরী বৈদ্যশাস্ত্রী বিরচিত

বর্দ্ধমান কাশনার বিজ্ঞ-বহুজ্ঞ রূপে তোমার
সুখ্যাতি।
বৈদ্য-বিপ্র রূপে উদিলে এক দিব্য পরম জ্যোতিঃ।
বৈদ্যক-শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনে আর গভীর গবেষণে
উনিশ শতকের ইতিহাসে রবে তুমি উজ্জ্বল
নিদর্শনে।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারূপে তোমার উদার দিব্য দৃষ্টি।
আয়ুর্ব্বেদের উন্নয়নে তব বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি
করেছে ঔষধাদি প্রস্তুত প্রণালীর শত শুভ সংস্কার।
তব প্রতিভায় দেশ বিদেশের রপ্তানি ক্ষেত্রেও
হইল ব্যাপক বিস্তার।

জবাকুসুম তৈল, সুরভারী কবার বসন্ততিলক আদি।
তব শুভেচ্ছায় কর্ম্ম প্রচেষ্টায় বিশ্ব-ব্যাপী
প্রচারিত আজি।
অমূল্য মূল বৈদ্যক শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশি
হয়েছো ধন্য।
টীকা-টিপ্পনী আর বঙ্গানুবাদ সহ লভিলে
অশেষ পুণ্য।
জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণার শুভ নব পথ প্রদর্শনে
তোমার মহান্ অবদানে রবে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি
সংরক্ষণে।

অক্লান্ত কর্ম্মযোগে ভারতীয় ভৈষজ্য উন্নয়ন
প্রতিষ্ঠা লাগি
হয়েছিলে সফল তুমি হে প্রাণাচার্য
একান্ত অনুরাগী।
তোমার সাধন সুকৃতী ও অমর অমৃ তাপম
কীর্ত্তি রাজি।
তব পুত্র পৌত্রাদি ক্রমেও রয়েছে জীবন্ত
জাগ্রত আজি।
তব জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ, আর কনিষ্ঠপুত্র
উপেন্দ্রনাথ
পিতৃপদাঙ্ক অনুসরি করেছেন তাঁরা, চির জীবনপাত
মহা জীবনপাত।
ধন্বন্তরি মহাবিদ্যালয়, আর ধন্বন্তরি মুদ্রণ যন্ত্র
জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারণে আজো তারা,
দীপ্ত কীর্ত্তিমন্ত।
জবাকুসুম হাউস তাঁরি পুণ্যবন্ত সত্য নিদর্শন।
সার্দ্ধ শতাব্দী রয়েছে জাগিয়া অমৃত প্রস্রবণ।
দিকে দেশ কোম্পানী তব আজো শুভ নামাঙ্কিত।
শতাধিক বর্ষ ছাড়ায়ে অতুল যশোরাশি বিমণ্ডিত।
কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন ছিলেন সত্য
সার্থকনামধারী।
তাঁর ধন্যাভিধেয় কীর্ত্তি ধারায় সবে শত নমস্করি।

Calcutta University Central Library

খ্যাতনামা কবিরাজগণের সংগৃহীত ঔষধাবলী

কবিরাজ জগেন্দ্রনাথ দাশশর্মা, বৈদ্যশাস্ত্রী

কবিশ্ব সেন বিখ্যাত পণ্ডিত কবিরাজ-শিরোমণি প্রসন্নকুমার সেন কবিরত্ন বৈদ্যাচার্য মহাশয়ের ব্যবহৃত ঔষধসমূহ :

জ্বরোগে—

১। ১০ পদী জ্বরকস্তূরী : দস্তা ৬ রতি, বঙ্গ ৬ রতি, কস্তূরী ৩ রতি, রূপা ৫ রতি, লৌহ ।০, মাক্ষিক ১২ রতি, রসসিন্দুর ৬ রতি, সবঙ্গ ৬ রতি, জাতিফল ৬ রতি, স্বর্ণ ৬ রতি, (অভাবে স্বর্ণ-মাক্ষিক বা লৌহ) একত্রে মর্দন করত পান ও দ্রোণ পুষ্পের ভাবনা—প্রত্যেক ৭টা। ভাবনার পরে ত্রিকটু ৩ রতি, কর্পূর ২ রতি, মিশ্রিত করিয়া ২ বা ৩ রতি বটী প্রস্তুত করিবে। উপরোক্ত রসে মর্দন করিবে।

২। জ্বর কস্তূরী—

বিষম জ্বরে শ্লেষ্মাধিক্য ও পেটের অসুখ (নরম পায়খানা) থাকিলে এবং সর্দির ভাব থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ ফল লাভ হয়। পেটের অসুখ থাকিলে জোয়ানীটা ২ রতি ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। সর্দির ভাব বা কাসের ভাব থাকিলে পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য।

৩। জ্বরে

হিঙ্গুল ।০, বিষ ১২ রতি, সোহাগার খৈ ১২ রতি, পিপুল ১২ রতি, রসসিন্দুর ॥০ বাটন মানকচুর ডালের রস। বটি ১ সরিষা প্রমাণ। ৩টি বটি একত্রে সেব্য। জ্বর বিকারে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ছইপোকার বাসা ২ তোলা, বামনহাটি ১ তোলা, রসসিন্দুর, ১ তোলা, বাটন আদার রস সহ—বটি ৬ রতি। অনুপান তালের ডগার রস মধুসহ।

৪। আমলাদ্য চূর্ণ : জীর্ণজ্বরে ব্যবহার্য। আমলকী, চিতামূল, পিপুল ও বৈদ্যের প্রত্যেক তোলা এই সমস্ত চূর্ণ মিশাইতে হইবে। মাত্রা ৬ রতি। অনুপান জল। ইহা শ্লেষ্মা বিনাশক ও অগ্নিবর্ধক।

৫। জ্বর দুরটি—

(ক) সীসা, হরিতাল, বিষ, রসসিন্দুর সমভাগে লইয়া জলে বাটন বটি সরিষাপ্রমাণ। জ্বর বিচ্ছেদে ১টি কি ২টি বটি সেব্য জলসহ জ্বর নূতন হোক বা পুরাতন হোক, জ্বর বিরাম হইলে সেব্য।

(খ) কুইনাইন বা সিনকোনা ১ রতি, অহিফেন ৪ রতি, শোধিত হিং ৮ রতি জলসহ বাটন। বটি ৬ রতি। জলসহ ১ বটি সেব্য।

জ্বর বিচ্ছেদে ব্যবস্থা—

তিক্তবটি—কুইনাইন ১২ রতি, রসসিন্দুর ১২ রতি, সিনকোনা বার্ক ১২ রতি, কালমেঘের পাতার রসে বাটিতে হইবে, বটি ৬ রতি জ্বর বিরামের ১ ঘণ্টা অন্তর ২ বটি সেব্য জলসহ।

জ্বরে মুষ্টিযোগ—

কুইনাইন ৯ রতি, অহিফেন ১২ রতি, রূপা ৬ রতি, অভ্র ৩ রতি, লৌহ ৩ রতি, শিলাজতু ১২ রতি, কর্পূর ৬ রতি, জৈত্রী ৩ রতি, জাতিফল ৩ রতি, বঙ্গ ।০, কর্পূর, রসসিন্দুর ।০

আঃ জলে বাটিয়া। বটী ৪ রতি, রোগের অবস্থানুসারে অনুপান ব্যবহার্য।

জীর্ণ জ্বরে মুষ্টিযোগ—

নাটাবাজের শাঁস ১ তোঃ, পিপুল ২ তোঃ, কালমেঘচূর্ণ ১ তোলা কালমেঘের রসে ভাবনা ৭টা। বটী ৬ রতি। শিউলী পাতার রসে সেব্য। প্রত্যহ ২ বটী সকালেও বৈকালে।

দ্বৈকালীন জ্বরের মুষ্টিযোগ—

বংশপত্রী হরিতাল ৬ রতি, রসসিন্দুর ৬ রতি, পিপুল রতি, নাটার শাঁস রতি, সকলের চূর্ণ, মাত্রা রতি, অনুপান আদার রস ও মধুসহ।

দ্বিকালীন জ্বরে পাচন—(অব্যর্থ)

করমজা পাতা ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, জল ৷৷০ সের, শেষ-অর্দ্ধপোয়া প্রত্যহ সকালে সেব্য। অবস্থা বুঝিয়া কেহ কেহ পাচনের সহিত ১ তোলা গোলমরিচ ব্যবহার করেন।

(ক্রমশ)

রস দোষাদির ক্রিয়াকলাপ

চক্রপাণি

চরকসংহিতার বিমান স্থান বিশেষভাবে সকলের পড়া কর্তব্য। শরীরের অভ্যন্তরের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। অধিকন্তু শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে।

চিকিৎসকের কর্তব্য ব্যাধির কারণ, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংখ্যা, প্রাধান্য, নীতি, বিকল্প, বল ও কালের ভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর দোষ, ভেষজ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সার, সাত্ম, সত্ত্ব, প্রকৃতি ও বয়সের মান যথাযথ নিরাকার করা। কারণ, দোষাদির মান জানা না থাকিলে চিকিৎসা করা অসম্ভব। এই জন্য বিমান স্থানে দোষাদির মান জ্ঞাপনার্থ চর্চা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমত রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার ও প্রভাবের বিশ্লেষণ দরকার।

রস ছয় প্রকার, যথা,—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। এই সকল রসসেবনে শরীর রক্ষিত হয়। কিন্তু অন্যায়ভাবে সেবিত হইলে দোষের প্রকোপ হয়। দোষ তিন প্রকার—বাত পিত্ত কফ। উহারা প্রকৃতিস্থ থাকিলে শরীরের কল্যাণ করে, বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে তিন তিন রসে এক এক দোষ উৎপন্ন করে, আর তিন তিন এক এক রোগ শান্ত করে, যথা কটু, তিক্ত ও কষায় রস বায়ু উৎপন্ন করে এবং মধুর, অম্ল ও লবণ ইহাকে প্রশমিত করে। কটু, অম্ল, লবণ পিত্ত উৎপন্ন করে যা মধুর, তিক্ত ও কষায় ইহাকে প্রশমিত করে।

মধুর, অম্ল ও লবণ শ্লেষ্মা উৎপন্ন করে এবং কটু, তিক্ত ও কষায় ইহাকে শান্ত করে।

শরীরে রস ও দোষের সম্মিলন হইলে যে সকল রস যে সকল দোষের সহিত সমান গুণ অথবা সমান গুণ ভূয়িষ্ঠ হয় সেই সকল রস সেই সকল দোষকে বৃদ্ধি করে। সেইরূপ বিপরীত গুণবহুল রস অভ্যস্ত হইলে সেই সেই দোষের শান্তি হয়। এই প্রকার ব্যবস্থা হেতু পরস্পর অসংসৃষ্ট ছয় প্রকার রস এবং পরস্পর অসংসৃষ্ট তিন প্রকার গুণ উপদিষ্ট হইল। এই সকল রসের সংসর্গ—বিকল্পে অসংখ্য দোষ ও রস সৃষ্টি হয়। কারণ বিকল্প ভেদ অসংখ্য প্রকার।

দ্রব্য সকল অনেক প্রকার রসবিশিষ্ট হইলেও সেই সকল রস এক একটী পরীক্ষা করিয়া রস-প্রভাব নির্ধারণ করা যাইতে পারে এবং রোগ সকল নানা দোষাত্মক হইলেও সেই দোষ একে একে পরীক্ষা করিয়া দোষ-প্রভাব নির্ধারণ করা যায় কিন্তু সর্বত্র এইরূপ নির্ধারণ করা যায় না। কারণ দ্রব্য সকল বিকৃতভাবে ও অসমান পরিমাণে পরস্পর মিলিত হয়, আবার মিশ্রণকালে একদ্রব্য দ্বারা অপর দ্রব্য উপহত হইতে পারে। দোষ সকলও সেইরূপ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অংশাংশে বিকল্প দ্বারা বিকল্পনা করিয়া প্রত্যেক অংশের প্রভাব অনুমান-পূর্বক প্রভাব-সমষ্টি নির্ণয় করা অসাধ্য নয়।

এইরূপ মিশ্রণ স্থলে সমষ্টিকৃত দ্রব্যের সমষ্টিকৃত প্রভাব উপলব্ধি করিতে হয়। তাহাতেই রসদ্রব্যের মিশ্রণোৎপন্ন সামগ্রীর প্রভাব স্থিরীকৃত হইতে পারে। (ক্রমশ)

আয়ুর্বেদ শিক্ষার অধঃপতনের কারণ

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রধানতম অঙ্গ ঔষধ-প্রস্তুতবিধি। গাছগাছড়াঘটিত ঔষধ, ধাতুঘটিত ঔষধ, আর ধাতু ও গাছগাছড়া মিশ্রিত ঔষধ, ইহাছাড়া মোদক, আসব, অরিষ্ট, ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, বটিকা, লেহ, প্রাশ, অর্ক ইত্যাদি নানাপ্রকার ঔষধ চিকিৎসায় প্রয়োজন। কবিরাজগণ প্রাচীনকাল হইতে নিজের ব্যবহার্য ঔষধ নিজেরাই প্রস্তুত করিতেন। তাহারা একাধারে চিকিৎসক ও ঔষধ নির্মাতা। ইহার ফলে শতশতাব্দী যাবৎ কত রকমের ঔষধ নানা কবিরাজের অভিজ্ঞতা-পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে তো কতরকমের পুঁথি ও ব্যবহারিক জ্ঞানের চর্চা, নূতন নূতন ঔষধ ও প্রয়োগবিধি, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিকে যেমন গাছগাছড়াঘটিত ঔষধ, অন্য-দিকে তেমন মুষ্টিযোগ ও ধাতুঘটিত ঔষধ নির্মাণ। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবিরাজদের ভেষজোদ্যান থাকিত

এবং রোগের, জ্ঞান, মারণ, ভাবনা ইত্যাদি কত প্রকারের ঔষধীয় শক্তির প্রকাশ, তাহার সীমা সংখ্যা ছিল না।

এই বিরাট আয়ুর্বেদের প্রগতির যুগে কত রকমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত আয়ুর্বেদের মাধ্যমে চিকিৎসা চলিয়াছে তাহা এখন আর কেহ জানিতে চায় না। আর জানিবার কাজে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা নাই। সকলেই তৈরি মাল বা ঔষধ চায়, ফলে নব নব উদ্ভাবন, এমন কি, চাহার চাহার উদ্ভাবিত ঔষধের নির্মাণ ও প্রয়োগের ক্রিয়াকলাপ নাই—ফলতঃ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সংকোচন আসিয়াছে। ঔষধ প্রস্তুতের কৌশল ও ব্যবহারিক জ্ঞানের চর্চা ক্রিমিত ও মন্দীভূত হইয়াছে।

পূর্বে কবিরাজগণ সব রকমের রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিতেন এবং তাহার চাহিদাও ছিল। এখন সে বালাই নাই এবং কবিরাজী এতে ঔষধ থাকিতে তাহা নির্মাণের শৈথিল্য আয়ুর্বেদের চিকিৎসাতে পদাঘাত করিয়াছে। পূর্বে সকলের কবিরাজী গ্রন্থ (এখনকার মত ছাপানো) থাকিত না। তাহারা পরের পুঁথি নকল করিতেন কত যত্নে ও পাণ্ডিত্যের সহিত তাহা বর্ণনাতীত। কবিরাজ ৺ললিত কবিসাগর, কবিরাজ দ্বারকা নাথ সেন (আমার মেশো মহাশয়), কবিরাজ খোষাল চন্দ্র মজুমদার (আমার শ্বশুরকাত), কবিরাজ ৺প্রসন্ন সেন গুপ্ত, কবিরাজ ৺পার্বতী রায়, কবিরাজ ৺ঈশানচরণ সেনগুপ্ত, দুর্গাপ্রসন্ন করগুপ্ত, মথুরানাথ সেন আর কলিকাতায় তো রাজেন্দ্র নারায়ণ, বারানসী কবিরাজ, শ্যামাদাস, প্রথথ রায়, যোগেন্দ্র ষড়দর্শন, তীর্থ, যোগীন্দ্র নাথ সেন, গণনাথ যামিনী রায়, ভগবান কবিরাজ (ঢাকা) প্রভৃতি কবিরাজ ছিলেন।

প্রথম আমি বি-এ পাশ করিবার পর আগরতলায় রাজার প্রধান গৃহচিকিৎসক কবিরাজ ৺ললিত কবিসাগরের কাছে মাধবনিদানের পাঠ লই। তখন দেখিয়াছি তাহার ছাত্রগণ কেহ কাব্যতীর্থ, কেহ স্মৃতিতীর্থ ইত্যাদি তাহার কাছে আয়ুর্বেদের মূলগ্রন্থ টীকাসহিত পড়িত। অন্যদিকে ঔষধপত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা বিশদ ও বিপুলভাবে হইত। উহা একদিকে যেমন রোগী দেখিবার সঙ্গে কোন অবস্থার কোন রোগে ব্যবস্থত হইবে, অপরদিকে শাস্ত্র পাঠও চলিত। কবিরাজ দ্বারকা নাথ সেন (বরিশালের) বৃদ্ধবয়সেও প্রায় ৭৮ বৎসরের ঔষধালয়ে আসিতেন ও রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে আমার জন্মস্থান কোটালিপাড়াতেও গ্রামে গ্রামে তখন কবিরাজ ছিলেন। তাহারা রোগ ও রোগী চিকিৎসায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। আমার কাকা কবিরাজ খোষাল চন্দ্র মজুমদার শিলাইদহে (এখন বাংলাদেশে) ঠাকুরবাড়ির কবিরাজ ছিলেন এবংসাধারণের চিকিৎসা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার হাতে লেখা আয়ুর্বেদের পুঁথি ব্যাকরণ ঔষধ এখনও আমার কাছে আছে।

সেকালে কত কষ্ট করিয়া পরের পুঁথি নকল করিয়া কবিরাজী পড়িতে হইত এবং তাহাতে কাহারও কোন শৈথিল্য বা ক্লান্তি ছিল না। কলিকাতায় আসিয়াও কত বড় বড় পণ্ডিত কবিরাজ দেখিয়াছি। তাহারা ছাত্র রাখিতেন, খোরপোষ দিতেন, এমন কি, আয়ুর্বেদ পড়া ও চিকিৎসা শিক্ষা শেষ হইলে ছাত্রদের ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াও

ছিলেন। বর্ত্তমানে যে না-পড়ার হিসাবনিকাশ ও পড়ার অপ্রতুলতা পরিদৃষ্ট হয় তখন সে রকম ছিল না। আয়ুর্বেদ পড়া ও চিকিৎসা করা যেন একটি জাতীয় কর্ত্তব্য ছিল। এমন করিয়া আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশে ইহার পঠন পাঠন, চর্চা, গবেষণা ও ঔষধনির্মাণ প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবস্থা ছিল। তাহার পূর্বে গঙ্গাধর ও তাহার বিখ্যাত ছাত্রগণ, যথা মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকা নাথ সেন, কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ, কবিরাজ পরেশনাথ, মহামহোপাধ্যায়, বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ নিশি সেন, কবিরাজ কালীভূষণ সেন প্রভৃতি ছাত্র পড়াইতেন এবং প্রত্যেকেই ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা রাখিতেন এবং পুস্তক প্রণয়নও করিতেন কেহ কেহ। সে একটা বিরাট আয়োজন, যেমন তাহারা বিজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন তেমনি ঢের অর্থোপার্জনও করিতেন। ইহারা কবিরাজীর ধারক ও বাহক ছিলেন। আজকালকার মত ঔষধ নির্মাণে অপটু, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ও বিনা পরিশ্রমে কয়েকটি ঔষধের খবর রাখিলেই চলিবে এইরূপ ক্ষুদ্র মনোভাব ছিল না। ভারতবর্ষের ঋষিতুল্য কবিরাজদের আবিষ্কৃত আয়ুর্বেদের উন্নতিবিধান ও চিকিৎসানৈপুণ্য অর্জন করিবার কর্ত্তব্য যেমন ছিল তেমন ইহার ক্রমোন্নতি ও বিস্তৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যাহাতে হয় তাহার জন্য তখনকার কবিরাজদের পাণ্ডিত্য, কর্ত্তব্যবোধ এবং দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়িতে অজস্র ঔষধ, পুঁথি, আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ রাখিবার প্রথা ছিল। এইরূপভাবে বৈদ্যেরা বৈভালিকে উন্নত ও উৎকর্ষবিধান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তাহার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি, বিদেশেও আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও বিবিধ চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ নির্মাণের বিকাশ ও আয়োজন কেবল দেশে নয়, সমস্ত বিশ্বে ইহার অমোঘ ও অভ্রান্ত বিজ্ঞান-শৈলীর বিস্তার লাভে সহায়ক হইয়াছে।

আজকালকার কবিরাজ এবং কবিরাজী চিকিৎসার হাল দেখিয়া সেই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিকিৎসককুলতিলকদের অপূর্ব চিকিৎসা, খ্যাতি, নৈপুণ্যের কল্পনা করা অসম্ভব। মিশ্র পাঠক্রমের প্রবর্তন বাইরের অন্য যত কারণ থাকুক আয়ুর্বেদের পতন—ডাক্তারী মিশ্রিত পাঠক্রম অনুসারে আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠনের ব্যর্থ ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ-শিক্ষা এবং চিকিৎসার আমূল ধ্বংস আনিয়াছে। সাংখ্য-বৈশেষিক-পাতঞ্জল দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ—তাহার ত্রিদোষতত্ত্ব, পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, রস-বীর্যবিপাক প্রভাব সমন্বিত বিজ্ঞান-চর্চার সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই—তাহাতে সর্বনিম্ন শিক্ষার মান স্কুল ফাইনাল পাশ। এদিকে স্কুল ফাইনাল কি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রদের না আছে সংস্কৃতে জ্ঞান না আছে বাংলা ভাষার গভীর জ্ঞান; এমতাবস্থায় এক সঙ্গে দুইটি স্ববিরোধী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঁচ বৎসরে অধ্যয়ন শেষ করা অসম্ভব। ডাক্তারী পাশ করিতেই ৫½ বৎসর লাগে। তাহাতে ৫ বৎসরে দুইটি বিজ্ঞানে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না। ফলে ডাক্তারীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় আয়ুর্বেদের মূল গ্রন্থ অপঠিতই রহিয়া গেল। আবার ইহারাই এখন শিক্ষক হইয়া আসিতেছেন। তাই আয়ুর্বেদ বাদ দিয়া ডাক্তারী অনুসারে নোট দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য তুলিয়া ধরা অপেক্ষা ডাক্তারীই পরোক্ষে,

বলিতে কি, আয়ুর্বেদ বলেতে শিক্ষার বিষয় হইয়াছে। গুরু-কবিরাজের কাছে সমগ্র বিজ্ঞান জানিবার সুযোগ পাইত; তাহারা এখন ডাক্তারী, ডাক্তারী ঔষধ ডাক্তারী অনুপাতে রোগের 'সম্প্রাপ্তি' জানিবার সুযোগ পাইতেছে।

উচিত ছিল যেটুকু ডাক্তারী জানিবার প্রয়োজন তাহা আয়ুর্বেদের সকল প্রকারে নীতিগত করিয়া আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করা। তাহা হইলে পরিবর্ধিত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানই পড়া হইত। তাহাতে বিরোধী দুই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমান্তরালভাবের পঠন পাঠনে ভিন্ন বিজ্ঞান পাঠের অযথা অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাইত। হাজার হাজার বৎসরের সঞ্চিত নানা ঔষধ দ্বারা জটিল রোগের চিকিৎসার স্থলে ওষধির পাতরে বটী, কি মূলের গুড়ি প্রয়োগে এইরূপ বিরাট আয়ুর্বেদের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইত না। ঔষধ নির্মাণের রীতিনীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা আজ হয়। আয়ুর্বেদের ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত নাই। তাই ঔষধ নির্মাণ ও ব্যবহারিক জ্ঞান অজানাই রহিয়া গেল।

বর্তমান অবস্থা মূলত এইরূপ:

১। মূল আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ টীকাসহ পড়ানো হয় না। ডাক্তারীর নোট দেওয়া হয় বাংলায়।

২। আয়ুর্বেদীয় নানা প্রকার ঔষধ নির্মাণের রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং প্রস্তুতের পদ্ধতি ছাত্রদের শিখানো হয় না।

৩। আয়ুর্বেদীয় মতে রোগীর রোগ বিশ্লেষণ করা হয় না। ডাক্তারী ঔষধ ডাক্তাররা ব্যবস্থা করেন এবং রোগীর সমাপার্শ্বের বক্তৃতা ডাক্তারেরাই ডাক্তারী মতে দেন। শিক্ষকগণ বিশ্রপাঠ্যক্রমে পাশ করা ছাড়া, তাই মূল আয়ুর্বেদ গ্রন্থ নিজেরাই তেমন পড়েন নাই। তাই পড়াইতে অসমর্থ। অবশ্য ইচ্ছা করিলে ইহারাই পণ্ডিত কবিরাজ হইতে পারিতেন যদি এক বৎসর চেষ্টা করিতেন।

সরকার টাকা দেন সত্য, কি হয় না হয় তাহা খবর করা কর্তব্য মনে করেন না। কি রাজ্য কি কেন্দ্রে একই অবস্থা। আধুনিকীকরণের একটা অদ্ভুত ধুয়া শুনা যায়। আধুনিকীকরণে যদি আয়ুর্বেদের বিজ্ঞান, নীতি, পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিহ্ন হয় তবে এই আধুনিকীকরণ ব্যর্থ এবং বিনষ্ট করিবে না আয়ুর্বেদকে? নিশ্চিতই করিবে। বিনাশ করিবে এই অমূল্য বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ফলপ্রদ অবদান। সরকার বিশ্ব বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের অনুরোধ জানাইতেছি আয়ুর্বেদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধ নির্মাণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে পরের সংখ্যায়।

রাজেশ্বর আয়ুর্বেদ ভবন
আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান
২১নং রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, ভবানীপুর
কলিকাতা—৭০০০২৫ ফোন ৪৭-১৬৩৯
৪৮-১৪০৫

Abstract of important articles in Ayurveda-Bhar ti

1393 B. S. (1986-87)

Of all the matters referred to in this year's whole issue of Ayurveda-Bharati. the most important news is the reference of the famous Kaviraj Chandra Kishore Sen of Kalna, Burdwan who set up an Ayurvedic dispensary of Ayurvedic medicine and treatment according to Ayurved first at Kalighat. Calcutta in 1878 and then at Kaloot ola Street with a Tol for teaching Ayurved to students and made arrangement for publication of Ayurvedic books along with his sons Kaviraj Devendra Nath sen and Kaviraj Upendra Nath Sen for the regereration of Ayurved, President Kaviraj Bagala Kumar Mazumdar, Ayurved BijnanParishadaddressed a memorial poem on behalf of the members of the Parishad during the 55th session of the Parishad at Darbhanga Hall, University of Calcutta in 1986. The president also culogiged Kaviraj, Chan 'ra Kishore Sen. for all his activities for further development of Avurveda, Kaviraj Jay Narayan Sen, Samkhyabhusan and Vidyanidhi for his lifelong service was profusely praised by the president. He was a professor of the Shyamadas Vaidya-Shastra Pith and Superintendent of the Ayurvedic Hospital attached to the college. He was also a professor of the Post-graduate Training and Research Institute and still a veteran physician in the treatment of intricate cases, spe lally Cancer.

Kaviraj Provat Kumar Chakraborty a learned Ayurvedic Physician and Reaarch-Scholar has shown his unparallel merit in selecting diets in differnt deseases, . Kaviraj Jopesh Chandra Dasgupta a very famous Ayurvedic physician of Calcutta has skillfully dealt with Ayurveda and Alchemy in his attempt to show the development of Rasa-Shastra during the Budhistic period. He has also prescribed some rare Ayuryedic medicines for reviving memory. Kaviraj Jyotiprasana Sen while presiding over the annual session of Health Services, Calcutta Branch of U. N. O gave a short resume of the principle of health and hygiene of Ayurved Kaviraj Bagala Kumar Mazumder in his article on Shatchakra Sadhana and Lilarahasya gave a short sketch of the action of chakras on human body as also the brilliance of Sahasrava in the brain the centre of all sorts of knowledge and wisdom. The two poems written by the editor namely Bhagirathi Baksho and Punya Kirti Chandra Kishore Sen bear referenc to the separation of East Bengal and memory of Kaviraj Chandra Kishore Sen.

Founder-Editor,
Aurveda-Bharati

আয়ুর্বেদ ভারতী

বর্ষপঞ্জী : বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৯৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কবিতা : ভাগীরথী বক্ষে এবং পুণ্যকীর্তি চন্দ্রকিশোর সেন	শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	১, ২১
২। সম্পাদকীয় : বৈশাখ সংখ্যা এবং শ্রাবণ-কার্তিক-মাঘ সংখ্যা, ১৩৯৩		২, ২২
৩। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ভারতসভা হলে কলিকাতা শাখার বার্ষিক সভার সভাপতির ভাষণের শেষ অংশ	কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেনশর্মা	৫
৪। স্মৃতিশক্তি	কবিরাজ শ্রীযতেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত	৯
৫। তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্র সাধনা ও লীলা রহস্য	কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	১১
৬। Ayurveda and its Alchemy—Their Role in Modern Times	—Kaviraj Jpesh Ch. Dasgupta	১৫, ২৭
৭। চিকিৎসায় পথ্যাপথ্যের গুরুত্ব	কবিরাজ শ্রী প্রভাত কুমার চক্রবর্তী	১৬
৮। কবিরাজ ৺চন্দ্রকিশোর সেনের সংস্কৃত পদ্যে লেখা স্মৃতিতর্পণ	কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	২১
৯। মহর্ষি চরক ও অন্যান্য সংহিতাকারগণ—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫৫তম বার্ষিক সভার সভাপতির ভাষণ	কবিরাজ শ্রীযতেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	২৪
১০। তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্রের সাধনা ও লীলা রহস্য	কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	২৮
১১। স্বনামধন্য কর্মযোগী, পুণ্যশ্লোক কবিরাজ পণ্ডিত ৺চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি	কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃ প্রসন্ন সেনশর্মা	৩২
১২। খ্যাতনামা কবিরাজগণের সংগৃহীত ঔষধাবলী	কবিরাজ ৺নগেন্দ্রনাথ দাশ শর্মা	৩৩
১৩। আয়ুর্বেদ শিক্ষার অধঃপতনের কারণ	কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	৩৪
১৪। রস-দোষাদির ক্রিয়াকলাপ	চক্রপাণি	৩৭
১৫। Abstract of Important Articles in Ayurveda-Bharati in 1393 B. S.		৩৯

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

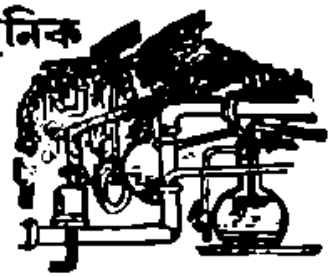

শ্বেত কুষ্ঠ ও ধবল রোগ আরোগ্য

তা ছাড়া গাত্রে চাকা দাগ, অসাড়তা, স্নায়ুদৌর্বল্যতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিতক্ষত ও অন্যান্য চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ নিন এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় পুস্তক পাঠ করুন

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬১২৩৪১)

শাখা : ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আঠার ঠ তম বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রচ্ছদ পট :

প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা ৩০০৲ সাধারণ পৃষ্ঠা ২০০৲

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা— ৩০০৲ সম্পাদকীয় গুচ্ছ বা অন্যান্য

তৃতীয় পৃষ্ঠা— ৩০০৲ প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ

চতুর্থপৃষ্ঠা— ৩০০৲ বিশেষ স্থানের হার ৩০০৲ বা তদূর্ধ্ব।

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে সর্বাধার্য্য ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার সঙ্গে আংশিক দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ৪ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা দিতে হইবে। ইহা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি-হিসাবে প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদভারতী' কার্যালয়

৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক আয়ুর্বেদ-ভারতী

APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Quarterly Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its 26th year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in fundamentals with other systems of Medicine are the core of its peculiarity and special trends of its utility and service to diseased humanity and not its weakness and sign of decadence. To support and subscribe this Journal is an imperative duty of all to preserve the science and culture of India and its great possibility.

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati
Office : 52, Mahatma Gandhi Rd, Cal-9.

A revolution In Ayurvedic Medicine...

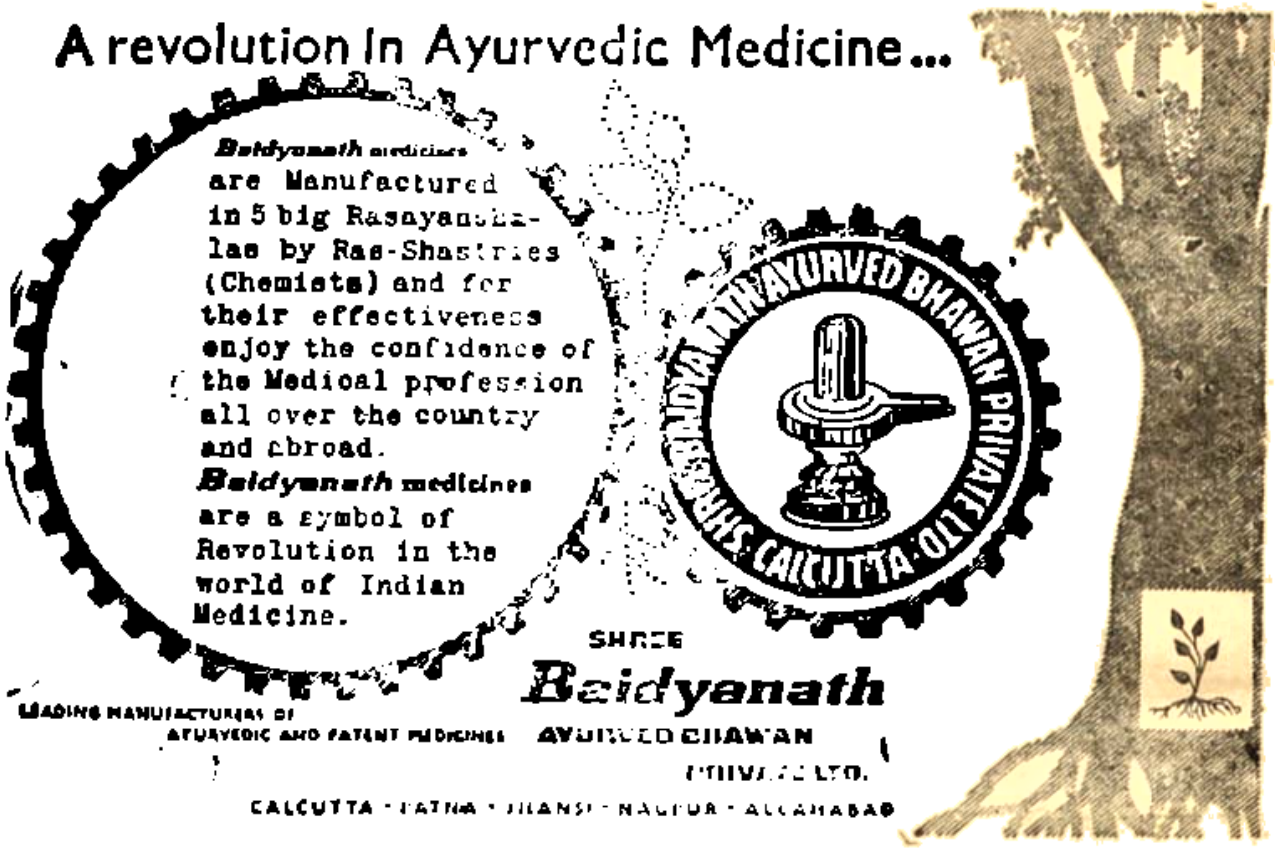

C. K. SEN & CO. LTD.

JABAKUSUM HOUSE

34, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700012

"জবা কুসুম" এর নির্মাতা

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিঃ এর

প্রস্তুত বিখ্যাত ঔষধ—

* সুরবল্লী কষায়
* সিদ্ধ মকরধ্বজ
* যোগরাজ তৈল
* কস্তুরী কল্যাণ রসায়ন

The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kavirai Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Parsatola Lane, Cal-9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9